জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৮ • ৯ জুন, ২০২৬ • ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 8 • JAGO BANGLA • TUESDAY • 9 JUNE, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

জোড়া সোনা লাভ

বিশ্ব যোগাসনে জোড়া সোনা হুগলি জেলার হিন্দ মোটরের ঋতু মণ্ডলের। আমেদাবাদে বিশ্ব যোগাসনে ব্যক্তিগত ও দলগত দুই বিভাগেই সেরা হয়েছেন তিনি

বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ

প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশের ফলে দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ। তবে কমবে না ভ্যাপসা গরম। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

২১ জুন পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তায় নিট-ইউজির প্রশ্ন প্রস্তুতকারীরা

৮.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপিন্স, মৃত ৩২

পাঁচ ইস্যুতে আলোচনা এবং সহমত ■ পরবর্তী বৈঠক হায়দরাবাদে

ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়া, তৈরি কর্মসূচি

নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ার বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে পাঁচ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল। আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নিজেদের মধ্যেকার সমন্বয়কে আরও জোরদার করে এগোবেন জোট শরিকরা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, দেশের নির্বাচন-সংক্রান্ত কারচুপিতে এবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হবে ইন্ডিয়া জোট। সেই সঙ্গে দেশের যুব সম্প্রদায়ের দাবি মেনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগেরও দাবি তোলা হয়েছে বৈঠকে। সোমবারের বৈঠকে ২৫টি বিরোধী দল ঐকমত্য হয় পাঁচটি ইস্যুতে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে। বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে উঠে এসেছে বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের কারচুপি ও ভোটলুঠ প্রসঙ্গ। এসআইআরের মাধ্যমে যেভাবে বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, জোটের প্ল্যাটফর্মে তাকেই দেওয়া হল অগ্রাধিকার। এই প্রথম ইস্যুতেই ইন্ডিয়া জোট এবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে চিঠি দিতে চলেছে, সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে নতুন আন্দোলনের পথে দেশের যুবসমাজ। যুবসমাজকে (এরপর ১০ পাতায়)

এক নজরে ৫ ইস্যু

১ **ভারতের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি :** ভোটার তালিকায় কারচুপি, ভোট লুঠ এবং নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রধান বিচারপতিকে খুব শীঘ্রই একটি চিঠি পাঠানো হবে।

২ **শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি :** নিট এবং সিবিএসই পরীক্ষায় অনিয়মের কারণে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ও বিশ্বাসের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। তার দায় নিয়ে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীকে অবিলম্বে পদত্যাগ করার দাবি জানানো হবে।

৩ **সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি :** দেশের বর্তমান শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের সমস্যা এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সংকট নিয়ে আলোচনা করার জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানানো হবে।

৪ **নিয়মিত জোটের বৈঠক :** 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দল এখন থেকে প্রতি দু-মাসে অন্তত একবার বৈঠকে মিলিত হবে। পরবর্তী বৈঠকটি অগাস্ট মাসে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হবে— এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৫ **সংসদীয় সমন্বয় রক্ষা :** আসন্ন বাদল অধিবেশন চলাকালীন প্রতিদিন সকালে বিরোধী দলনেতার কার্যালয়ে জোটের দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যাতে সংসদে একযোগে সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা যায়।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কবিতা

কবিতা তোমার নেইকো ছুটি
কলমটা যেন বড্ড বেমানান
থামলেও থামে না।
শুধু ছুটোছুটি,
কালিও ফুরায় না
কথা কাটে ইকিবিকি
লেখা ঝরাতে ঝরে ঝিকিমিকি
কবিতা যেন মনে আঁকিবুকি।
জমে থাকা কথা হৃদয়মাঝারে
উঁকিঝুঁকি মারে কাগজ দেখলেই
কখন সে বেরোবে
সেটাই তার ভাবনা
না বেরোতে পারলে
মাথায় পোকা ঘুরবে।
বড্ড অসহিষ্ণু ধৈর্য ধরে না,
শুধু তাড়াতাড়ি
কলমে যেন ফুটে উঠতে চায়
ভাষার বাহারে প্রস্ফুটিত হয়
বোধনের মাঝে উদ্বোধন হয়
উদ্বেলিত হয় প্রায় ফিরে পায়।
আবার শুরু করে নতুন যাত্রা
জমা হলেই, খালি করতে হয়,
আর খালি করলেই
তা কবিতা হয়ে যায়।
কবিতা তোমার নেইকো ছুটি
ভাষাই তোমার বড় জুটি
কথা আনে কথার ভাষা
মনমন্দোরিনির যাওয়া আসা।
কবিতা চলবে ছন্দে
গদ্যর মাঝেও রন্ধ্রে রন্ধ্রে
চেতনার বড় চিত্র উথালা
নেইকো ছুটি, কবিতার পালা।

উন্নয়নের নামে যথেচ্ছ জমি অধিগ্রহণ

উদ্বেগ কৃষক মহলে

প্রতিবেদন : পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ও সহজ করতে নতুন অনলাইন মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা চালু করেছে রাজ্যের নতুন সরকার। বিজেপি সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। জমির মূল্য নির্ধারণের পুরো প্রক্রিয়াকে মাত্র পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া আসলে বৃহৎ প্রকল্পের স্বার্থে জমি সংগ্রহের পথ প্রশস্ত করারই চেষ্টা। এর ফলে উদ্বেগ বাড়ছে রাজ্যের কৃষক মহলে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। তাঁদের জীবিকা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ মূলত কৃষিজমির উপর নির্ভরশীল। অতীতে কৃষিজমি রক্ষার প্রশ্নে রাজ্যের অবস্থান ছিল স্পষ্ট। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় জমির মালিকদের মতামত, আপত্তি বা পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ কতটা থাকবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল এবং আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ায় সাধারণ কৃষক বা গ্রামীণ মানুষ কার্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাইরে চলে যেতে পারেন। জমির প্রকৃত বাজারমূল্য, এলাকার সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা কিংবা কৃষকের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির বিষয়গুলি কতটা বিবেচিত হবে, উঠছে সেই প্রশ্নও। (এরপর ১০ পাতায়)

উজ্জ্বলায় ভরতুকিতে কোপ, ফুঁসছেন মহিলারা

প্রতিবেদন : প্রতিনিয়ত আতঙ্ক বাড়ছে সাধারণের মনে। পেট্রোপণ্য থেকে রান্নার গ্যাস— মোদি সরকারের জাঁতাকলে ওষ্ঠাগত প্রাণ। ভোটের আগে মহিলা ভোটব্যাঙ্ককে টার্গেট করে কত না বুলি আওড়েছিলেন বিজেপির নেতারা। কিন্তু ভোট ফুরোতেই তাঁরা এমন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে, মহিলারাই এখন বলছেন বড় ভুল করে ফেলেছেন বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার থেকে ফ্রি বাস— বঞ্চনা তো আছেই, তারপর হকার উচ্ছেদের নির্মমতা লাথি মেরেছে অনেকের পেটে। এবার আঘাত প্রান্তিক মানুষের হেঁশেলে। কোপ পড়েছে উজ্জ্বলা গ্যাসে। ভরতুকির সিলিন্ডার সংখ্যা একধাক্কায় ৯ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে মাত্র ৪। ভরতুকির টাকা একধাক্কায় কমে অর্ধেক।

ভোটের আগে বাংলার নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বিজেপি জিতলে ৪৫০ টাকায় গ্যাস দেওয়া হবে। তারপর কী দেখা গেল? (এরপর ৬ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৯০০
বিরসা মুন্ডা (১৮৭৫-১৯০০) মারা গেলেন।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা। বিদ্রোহের জেরে বিরসা-সহ তাঁর শতাধিক সঙ্গী গ্রেফতার হন। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগের দিন রাঁচি জেলের অভ্যন্তরে খাদ্যে বিষ প্রয়োগের ফলে বিরসার মৃত্যু ঘটে। ধৃত অন্যদের মধ্যে দু'জনের ফাঁসি, ১২ জনের দ্বীপান্তর এবং ৭৩ জনের দীর্ঘ কারাবাস হয়।

১৯৬৪ লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হলেন। এর আগে দেশের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন। ২৭ মে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পরলোক গমন করেন। এদিন সেই দায়িত্ব অর্পিত হয় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাঁধে।

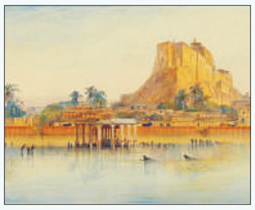

১৭৫২
ত্রিচিনাপল্লিতে ফরাসি বাহিনী
ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে কর্নাটকের নবাব চাঁদ সাহেব ত্রিচিনাপল্লি অবরোধ করেন। অন্যদিকে, মহম্মদ আলি খান ওয়াল্লাজাহ ছিলেন ত্রিচিনাপল্লির অধিকর্তা। ব্রিটিশ ইস্ট কোম্পানির সমর্থন ছিল তাঁর প্রতি।

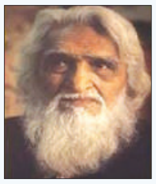

২০১১ মকবুল ফিদা হোসেন (১৯১৫ - ২০১১) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিজভূমি ভারত থেকে বহুদূরে লন্ডনে তাঁর অসাধারণ বর্ণিল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ধর্মান্ধতার সীমাহীন অজ্ঞতা আর রাজনৈতিক সমীকরণের সুবিধাবাদিতার প্রতিবাদে স্বেচ্ছা নির্বাসিত শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের কণ্ঠেই যেন বেজে ওঠে যন্ত্রণার শেষ বেহালার সুর।

১৯৩৪ ডোনাল্ড ডাক আবির্ভূত হল।
সুপার হিরো না হয়েও কমিক চরিত্র হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়। ফিনল্যান্ডের জাতীয় নায়ক। 'দ্য ওয়াইজ লিটল হেন' কমিকসে টিভি শোতে এদিন আবির্ভাব ডোনাল্ড ডাকের। মাথায় কালো টুপি, গলায় লাল বো, পরনে নীল কোট। এর পর তার বান্ধবী ডেইজিকে দেখা গেল 'অরফান বেনিফিট'-এ। সেটাতেই ডোনাল্ডকে দ্বিতীয়বার দেখা গেল।

৬৮ খ্রি. পূ.
নিরো এদিন মারা যান।

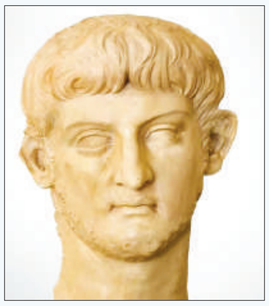

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। ১৩ বছর রোমের শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে রোম অস্থির, অশান্ত হয়ে ওঠে। রোমবাসীর চোখে গণশত্রু হয়ে উঠেছিলেন। ক্ষমতার লোভে নিজের মা এগ্রিপিনাকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিলেন সৎভাই ব্রিতানিকাসকেও। জনশ্রুতি, রোম যখন পুড়ছিল তখন নিরো বেহালা বাজাচ্ছিলেন। কথাটা সত্যি নয়। সে সময় তিনি বেহালা বাজাননি মোটেই। তিনি তখন ছিলেন রোম থেকে অনেকটা দূরে। তবে বাজনা তিনি বাজাতেন, গানও করতেন। মোসায়েবরা প্রশংসা করে এমন মাথায় তুলল যে, নিরো মঞ্চে গাইতে শুরু করলেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন বেরোনো ছিল নিষিদ্ধ। কে বিরক্তি প্রকাশ করছে, নজর রাখত সৈন্যরা। তবু কেউ কেউ দেওয়াল বেয়ে পালানোর চেষ্টা করত। কোনও এক শিল্পী একবার পাল্লা দিয়ে আরও ভাল গেয়ে দেখিয়েছিলেন। সেই ছিল তাঁর শেষ গান— মুন্ডু গেলে আর গাইবেন কী করে! অলিম্পিকেও যতবার, যত ইভেন্ট-এ নেমেছেন, নিরোই জিতেছেন। একবার হচ্ছিল রথের দৌড়। সবার চার ঘোড়ার রথ, নিরোর রথ দশ ঘোড়ার। টাল হারিয়ে মাঝপথে ছিটকে গিয়েছিলেন রথ থেকে, তবু নিরোই চ্যাম্পিয়ন! ক্ষমতা হারানোর পরে নিরোরই অনুরোধে তাঁকে হত্যা করেন এক রক্ষী। ছুরি বসানোর আগে নিরো বলেন, "আজ এক মহান শিল্পীর মৃত্যু হল।" সতেরো বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন নিরো, মাত্র তিরিশে মৃত্যু। যারা নিরোকে বুঝিয়েছিল তিনি মহান শিল্পী, তাদের কি দায় ছিল না এই পরিণতিতে? সে-কথা কেউ লেখেনি। তবে লেখা আছে, নিরোর মৃত্যুর পর তাঁর নাম মুছে দেওয়া হয় অলিম্পিক বিজয়ীদের তালিকা থেকে। ইতিহাস এমন করে পথচিহ্ন দিয়ে যায়, অনাগত কালের শাসকদের জন্য।

১৮৭০
চার্লস ডিকেন্স
(১৮১২-১৮৭০)
এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঊনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিক। ইংরেজি সাহিত্যে প্রবাদপ্রতিম বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডেভিড কপারফিল্ড, আ টেল অফ টু সিটিজ, অলিভার ট্যুইস্ট, দি ওল্ড কিউরিয়াসিটি শপ ইত্যাদি।

একাকী

সব হারিয়ে ভগ্নস্তূপের মাঝে একাকী অসহায় মহিলা। যাদবপুর।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭২৭

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. শূন্য ৪. সাহিত্য ও শিল্পকর্মাদির বিবরণসহ যথোপযুক্ত বিচারকারী ৬. শক্ত ৭. তুমি—রূপে এসো প্রাণে ৯. ভাণ্ডার, কোষ ১২. কর্মকার, লোহার ১৩. মাথার বেদনা, শিরঃপীড়া ১৪. কেদারা।

উপর-নিচ : ১. জ্ঞানের আলো নিক্ষেপ ২. বধ, নিধন ৩. শিব ৫. নাচ করা নৃত্য ৮. সারা বৎসর ধরে ১০. পরিপাক ১১. লজ্জা অনুভব হয় এমন ১২. কৃষ্ণাভ, প্রায় কালো ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭২৬ : পাশাপাশি : ১. ঘুরঘুরে ৩. পরচা ৫. নব্য ৭. লায়েক ৮. রমণ ১০. অনাদি ১২. শত্রুতা ১৪. টই ১৭. গর্দিশ ১৮. সহোদরা। **উপর-নিচ :** ১. ঘুরন ২. রেসালা ৩. পদ্মকর ৪. চাঙ ৬. ব্যঞ্জনা ৯. মর্কট ১১. দিশপাশ ১৩. তাড়স ১৫. ইন্দিরা ১৬. যাগ।

৮ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫০৬৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫১৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৪১৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৪২০০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.০০	৯৩.৭৪
ইউরো	১১০.৬৩	১০৮.০৮
পাউন্ড	১২৮.০৯	১২৫.১৮

নজরকাড়া ইনস্টা

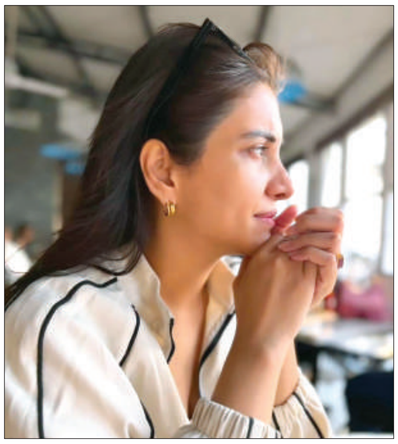

■ রুক্মিণী মৈত্র

■ লোপামুদ্রা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

9 June, 2026 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

ইন্ডিয়ার বৈঠকে শরিক নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যাদবপুরে পুলিশের নির্মম অত্যাচার হকারদের উপর

বুলডোজারের তাণ্ডব হৃদয়বিদারক

প্রতিবেদন : অমানবিক রাজ্য প্রশাসন! পালাবদলের পরই পাল্লা দিয়ে রাজ্যে চলছে নির্বিচারে হকার উচ্ছেদ। রেলস্টেশন থেকে ফুটপাত— সর্বত্র চলছে বুলডোজার অভিযান। এইভাবে নির্বিচারে কোনও পুনর্বাসন না দিয়ে যেভাবে গরিব হকারদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, বরাবরই তার বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস। তারা এর প্রতিবাদ করেছে। এই আবহে রবিবার গভীর রাতে ফের বুলডোজার চলল গরিব হকারদের ওপর। এবারের ঘটনাস্থল দক্ষিণ শহরতলির যাদবপুর রেল স্টেশন। অভিযোগ, গভীর রাতে চুপিসারে হকার উচ্ছেদ করতে বুলডোজার নিয়ে হাজির হয় পুলিশ ও আরপিএফ। তারপর শুরু হয় হকার উচ্ছেদ অভিযান। স্টেশন-চত্বরে থাকা একাধিক অস্থায়ী দোকান ও নির্মাণ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল একরাতেই। খবর পেয়ে উচ্ছেদ রুখতে জমায়েত হন হকাররা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বেশ কিছু স্থানীয় মানুষও। তাঁরা প্রতিরোধ করার চেষ্টাও করেন। তবে প্রশাসনের সামনে তাঁদের প্রতিরোধও গুঁড়িয়ে যায়। ঘটনাস্থলে উত্তেজনা দেখা দিলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বসানো হয় ব্যারিকেড। ঘটনার সময় বাধা দেওয়ার অভিযোগে কয়েকজন প্রতিবাদীকে আটক করে পুলিশ। এই উচ্ছেদ ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়ায়। বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জও করে। লাঠির আঘাতে কয়েকজন অল্পবিস্তর জখম হন।

ঘটনার পর, স্থানীয় সাংসদ সায়নী ঘোষ, সোশ্যাল মিডিয়ায় এর প্রতিবাদে লেখেন, যাদবপুর স্টেশন রোডে বুলডোজারের তাণ্ডব হৃদয়বিদারক। রাজ্য জুড়ে হকার উচ্ছেদ-অভিযান হাজার হাজার মানুষকে তাঁদের আয়ের উৎস থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। কোনও নোটিশ বা ইতিবাচক আলোচনা ছাড়া বলপূর্বক উচ্ছেদ অন্যায্য এবং পুনর্বাসন-পরিকল্পনা নিয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বর্তমান সরকারের অসহনশীলতার পরিচয় দেয় এবং তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।

রবিবার সন্ধ্যার পর থেকেই উত্তপ্ত ছিল যাদবপুরের ২১২ বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকা। সেখানে আচমকা হকার উচ্ছেদের আশঙ্কায় উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলের কিছুটা দূরে একাধিক বুলডোজার রাখা ছিল। ঘটনাস্থলে ছিল কলকাতা পুলিশ, রেল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। কয়েক ঘণ্টা পরেই উচ্ছেদ-অভিযান শুরু হয়। একের পর এক দোকান ভাঙা হয় বুলডোজার দিয়ে। লাঠিচার্জ করার অভিযোগও ওঠে। এর আগে হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকেও হকার উচ্ছেদ করেছে রেল। হাওড়া ময়দান সংলগ্ন এলাকার রাস্তা এবং ফুটপাতেও মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ীদের বসতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন উচ্ছেদ হওয়া হকাররা। সোমবার বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়। আজ মঙ্গলবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

9 June, 2026 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইতিবাচক জোট

বিজেপির সর্বগ্রাসী রাজনীতির মাঝে দাঁড়িয়েও সোমবার নয়াদিল্লিতে যথার্থ অবস্থান নিল ২৫ দলের ইন্ডিয়া জোট। এটা ঘটনা যে দেশের বিভিন্ন ইস্যুতে এবং রাজ্যে রাজ্যে ভোটের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া জোট সবসময় হাতে হাত রেখে কাজ করতে পারেনি। এর সুবিধা নিয়েছে বিজেপি। ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু যে রাজ্যে রাজ্যে বিধায়ক-সাংসদ ভাঙিয়েছে তাই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ না থেকেও এই পদ্ধতিতে একের পর এক বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে ইন্ডিয়া জোট ভাবনাচিন্তা করবে। বিহারের পর বাংলার ভোটে সবচেয়ে বড় ইস্যু ছিল এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং গণনাকেন্দ্রে ভোট লুঠ। ইন্ডিয়া জোট ঠিক করেছে এ-নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি পাঠানো হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধু চিঠি পাঠিয়ে বসে থাকলেই চলবে না, একদিকে যেমন আইনি লড়াই চলবে, তেমনি তথ্য, ভিডিও, ছবি সমস্ত কিছু সংগ্রহ করে মানুষের কাছে পেশ করতে হবে। বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থাকলেই মানুষ বুঝতে পারবেন জালিয়াতিটা কোন পর্যায়ে হয়েছিল। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিজেপি নেতাদের দেখা যাচ্ছে লম্বা-চওড়া কথা। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না নিট, ইউজি সিবিএসই-সহ একাধিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। বিজেপির ছত্রছায়ায় থাকা লোকজনই প্রশ্নফাঁসের মধ্যমণি। অথচ শিক্ষামন্ত্রী বহাল তবিয়তে। কেন পদত্যাগ নয়? দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শোচনীয়। বেকারত্ব বাড়ছে। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। কৃষক-শ্রমিকরা সংকটে। কেন সর্বদল বৈঠক ডাকা হবে না? সোমবারের বৈঠকে এইসব ইস্যুকে পাশে রেখে বলা হয়েছে, অধিবেশনের সময় সমন্বয় রাখতে রোজ বৈঠক যেমন হবে তেমনি অন্তত প্রতি দু'মাস অন্তর জোটের বৈঠক হবে। বিষয়টি ইতিবাচক।

e-mail থেকে চিঠি

নতুন সরকার এল আমের ব্যবসা সমস্যায় পড়ল

কী সরকার এল বাংলায়! সকলেই বলছেন একই কথা। রেল স্টেশনের হকার থেকে মালদহের আম চাষি, কেউ ভাল নেই। সবাই ক্ষতির মুখে। আম গাছে থাকা অবস্থায় ফলকে বিশেষ ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখার পদ্ধতি বা 'ব্যাগিং'-এর সময় টানা বৃষ্টিপাত এবং পরে তীব্র গরমের জেরে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। সাধারণত ব্যাগিংয়ের মাধ্যমে ফলকে পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয় এবং ফলের বাহ্যিক সৌন্দর্যও বজায় থাকে। কিন্তু এ বছর আবহাওয়ার কারণে সেই পদ্ধতিই কাঙ্ক্ষিত ফল দেয়নি। মালদার কিছু ফল রফতানিকারক সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে এই সপ্তাহেই হিমসাগর আমের প্রথম ফলন আমেরিকায় পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল।

কিন্তু আমের গায়ে কালো দাগ দেখা দেওয়ায় সেই সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। তাঁদের দাবি, এই দাগযুক্ত আম বিদেশে পাঠালে আমদানিকারকরা তা ফিরিয়ে দিতে পারেন। ফলে বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। গত বছর মালদহ থেকে মাত্র ১৫ মেট্রিক টন আম পাঁচটি দেশে রফতানি করা হয়েছিল। চলতি মরশুমে সেই পরিমাণ ৩০০ থেকে ৫০০ মেট্রিক টনে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়েছিল রফতানিকারক ও প্রশাসন। কিন্তু এই কালো দাগ এখন ঘুম উড়িয়েছে রফতানিকারকদের। হিমসাগর ছাড়াও ল্যাংড়া, লক্ষ্মণভোগ, আম্রপালি এবং মালদা ও মুর্শিদাবাদের লিচু এ বছরের রফতানি তালিকায় থাকার কথা ছিল। যদিও কালো দাগের সমস্যায় কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তবুও রফতানিকারকদের আশা, সুস্থ ও মানসম্মত ফল বাছাই করে বিদেশি বাজারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

— **সুভাষ বিশ্বাস, কল্যাণী, নদিয়া**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

পচা শামুকে পা কাটার ইতিহাস

ফুটবল বিশ্বকাপ, এখানে ফেভারিটরা আসে ট্রফি জয়ের জন্য আর আন্ডারডগরা আসে নিজেদের প্রমাণ করতে। এই সবুজ গালিচার ইতিহাসে এমন সময়ও এসেছে যখন পুরো ফুটবল দুনিয়া স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় পরাশক্তিদের মাটিতে নামিয়ে এনেছে পুঁচকে দলগুলো। ২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আজ আমরা জানবো ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসের এমন কিছু অবিশ্বাস্য অঘটনের গল্প, যা ফুটবল বিশ্ব চিরকাল মনে রাখবে। লিখছেন **অংশুমান পোদ্দার**

যুক্তরাষ্ট্র ১, ইংল্যান্ড ০ (১৯৫০ বিশ্বকাপ)

১৯৫০ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসে ইংল্যান্ড। দলে ছিলেন আলফ রামসে, টম ফিনির মতো কিংবদন্তি খেলোয়াড়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের দলটিতে ছিলেন কিছু পার্ট-টাইম খেলোয়াড়। মাত্র একদিন একসাথে অনুশীলন করেই মাঠে নামেন তারা। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে জো গেটজেন্সের এক হেডে এগিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। পুরো ম্যাচে ইংল্যান্ড কোনো গোলেরই দেখা পায়নি। ফলে ১-০ গোলে হেরে যায় তারা।

আলজেরিয়া ২, পশ্চিম জার্মানি ১ (১৯৮২ বিশ্বকাপ)

১৯৮২ সালে পশ্চিম জার্মানি ছিল ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন। দলে ছিলেন কার্ল-হাইঞ্জ রুমেনিগে এবং লোথার ম্যাথাউসের মতো বিশ্বসেরা তারকারা। আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে জার্মানরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, ম্যাচটিকে তারা স্রেফ সময়ের ব্যাপার মনে করেছিল। কিন্তু মাঠের খেলায় আলজেরিয়ার কৌশলের কাছে পরাস্ত হয় জার্মানির অহংকার। ২-১ গোলে হারতে হয় তাদের।

পশ্চিম জার্মানি ৩, হাঙ্গেরি ২ (১৯৫৪ বিশ্বকাপ)

১৯৫৪ সালে ফুটবল বিশ্বে রাজত্ব ছিল হাঙ্গেরির। বিশ্বকাপের শুরুতেই পশ্চিম জার্মানিকে ৮-৩ গোলে বিধ্বস্ত দলটি। ফাইনালে যখন ফের দুই দল মুখোমুখি হয়, শুরুতে ২ গোলে এগিয়ে যায় হাঙ্গেরি। কিন্তু দুর্দান্তভাবে ম্যাচ ঘুরে দাঁড়াল ম্যাচ ২-২ সমতায়। ম্যাচের ৮৪ মিনিটে তৃতীয় গোলে হাঙ্গেরির চূর্ণ করে ট্রফি জিতে নেয় পশ্চিম জার্মানি। ইতিহাসে এই ম্যাচটি 'দ্য মিরাকল অব বার্ন' নামে পরিচিত।

উত্তর কোরিয়া ১, ইতালি ০ (১৯৬৬ বিশ্বকাপ)

১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে উত্তর কোরিয়ার অংশ নেওয়াটাই ছিল বড় এক চমক। শুরুতে ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাদের ভিসাই দিতে চায়নি! এই আসরে দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালির মুখোমুখি হয় তারা। ম্যাচের মাঝে ইতালির অধিনায়ক বুলগারেয়ি চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। এর ঠিক ৭ মিনিট পর, উত্তর কোরিয়ার পাক দু ইক এমন এক গোল করেন যা ইতালিকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দেয়। এই ঐতিহাসিক ম্যাচটির মূল টিকিট আজও ফিফা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

ক্যামেরুন ১, আর্জেন্টিনা ০ (১৯৯০ বিশ্বকাপ)

১৯৯০ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে ছিলেন ফুটবলের বিশ্ব তারকা দিয়েগো ম্যারাডোনা। প্রতিপক্ষ সাব-সাহারান আফ্রিকার একমাত্র প্রতিনিধি ক্যামেরুন। মিলানের সান সিরো স্টেডিয়ামে ক্যামেরুনের ডিফেন্ডাররা ম্যারাডোনাকে বোতলবন্দি করে ফেলেন। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে অসাধারণ হেডে এগিয়ে যায় ক্যামেরুন। পুরো বিশ্বকে চমকে দিয়ে ম্যারাডোনার আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় দলটি।

ফ্রান্স ০, সেনেগাল ১ (২০০২ বিশ্বকাপ)

২০০২ সালের উদ্বোধনী ম্যাচে ফ্রান্সের মুখোমুখি হয় নবাগত দল সেনেগাল। স্বাভাবিকভাবেই সবাই ধরেই নিয়েছিল ফ্রান্সই জিতছে। কিন্তু সেনেগালের নিখুঁত রক্ষণভাগ এবং অতিমানবীয় গতির সামনে ফরাসি আক্রমণভাগ খেই হারিয়ে ফেলে। ম্যাচের ৩০ মিনিটেই এগিয়ে যায় সেনেগাল। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স সেই গোল আর শোধ করতে পারেনি। সেবার গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয় ফ্রান্স। আর সেনেগাল খেলে কোয়ার্টার ফাইনাল, যা এক ইতিহাস।

জার্মানি ৭, ব্রাজিল ১ (২০১৪ বিশ্বকাপ)

২০১৪ সালে নিজেদের মাটিতে ব্রাজিল এসেছিল হেক্সা জয়ের স্বপ্ন নিয়ে। সেমিফাইনালে জার্মানির মুখোমুখি হওয়ার আগেই ইনজুরিতে পড়েন নেইমার, আর কার্ড জটিলতায় নিষিদ্ধ হন অধিনায়ক থিয়াগো সিলভা। ম্যাচের ১১ মিনিটে জার্মানি প্রথম গোল করে। এরপর ২৩ থেকে ২৯, এই ৬ মিনিটে জার্মানি ঝড়ে স্রেফ উড়ে যায় ব্রাজিল। ম্যাচ শেষে স্কোরলাইন ছিল ৭-১। ব্রাজিলের ইতিহাসে এমন বিপর্যয় আর আসেনি। এই ঘটনাকে বলা হয় 'দ্য অ্যাগনি অব মিনেইরাও'।

নেদারল্যান্ডস ৫, স্পেন ১ (২০১৪ বিশ্বকাপ)

২০১৪ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হয় স্পেন ও নেদারল্যান্ডস। স্পেন তখন বিশ্ব ও ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন। ম্যাচের ২৭ মিনিটে জাভি আলোনসোর পেনাল্টিতে স্পেন এগিয়েও যায়। প্রথমার্ধ শেষের ঠিক এক মিনিট আগে ১৫ গজ দূর থেকে উড়ে আসা বলে বাতাসে ভেসে এক ফ্লাইং হেডে নেদারল্যান্ডসের রবিন ফন পার্সি পরাস্ত করেন স্পেনের ইকের ক্যাসিয়াসকে। এরপর ডাচরা স্পেনের রক্ষণভাগকে ভেঙে চুরমার করে একে একে আরও ৪টি গোল করে। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় ব্যবধানের পরাজয়।

দক্ষিণ কোরিয়া ২, জার্মানি ০ (২০১৮ বিশ্বকাপ)

২০১৮ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জার্মানির প্রয়োজন ছিল জয়, আর দক্ষিণ কোরিয়া খেলছিল কেবলই সম্মানের জন্য। ম্যাচের ৯০ মিনিটই ছিল গোলশূন্য। ইনজুরি টাইমের দ্বিতীয় মিনিটে কর্নার থেকে গোল করে কোরিয়াকে এগিয়ে নেন কিম ইয়ং-গন। গোল শোধ করতে জার্মানির গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়ার পোস্ট ছেড়ে কোরিয়ার হাফে চলে আসেন। কিন্তু কোরিয়ানরা বল কেড়ে নিয়ে লং পাস দেয় এবং সন হিউং-মিন ফাঁকা পোস্টে বল জড়িয়ে জার্মানির বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দেন।

ফুটবল মাঠের এসব ঘটনার সঙ্গে ২০২৬ এর বঙ্গ রাজনীতির রঙ্গের মিল খুঁজতে যাবেন না কেউ, প্লিজ।

কারণ, ফুটবল মাঠে লড়াই হয়েছে ক্রীড়াকেন্দ্রিক সামর্থ্যের সাপেক্ষে। আর বাংলার সমসাময়িক রাজনীতিতে চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা আর ষড়যন্ত্র এক সিংহীকে খতম করতে চাইছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট

ছবিতে জুতোর মালা, গদ্দার অরূপ রায়ের বিরুদ্ধে পোস্টার

সংবাদদাতা, হাওড়া : ছবিতে চপ্পলের মালা। আর তার সঙ্গে লেখা ‘বেইমান-গদ্দার’। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়ের বিরুদ্ধে এবার এমনই পোস্টারে ছয়লাপ শহরের একাধিক এলাকা। সোমবার সকালে হাওড়ার নেতাজি সুভাষ রোড, কালী কুণ্ডু লেনের পেট্রোল পাম্প, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া ময়দান চত্বর সহ মধ্য হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় ওই পোস্টার চোখে পড়ে এলাকাবাসীদের। পোস্টারে লেখা রয়েছে, ১৫ বছর সাধারণ কর্মীদের বঞ্চনা করে তোলাবাজি, চুরি, খুন, দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে আর এখন দিদির সাথেই বেইমানি। বেইমান-গদ্দার অরূপ রায়। আবার অন্য একটি পোস্টারে লেখা, জন্মলগ্ন থেকে দিদির দলকে, হাওড়ায় এক এক করে শেষ করে দেওয়ার মূল কাণ্ডারী বেইমান-গদ্দার অরূপ রায়। ওই পোস্টার সাঁটা হয়েছে আমরা দিদির সৈনিক-এর পক্ষ থেকে। এই পোস্টারকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পথচলতি বহু মানুষও ওই পোস্টার দেখেন। অনেকেই বলেন, নিজের স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থ করতেই অরূপ রায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর করেছেন। তাঁর এই বেইমানি দলের কোনও কর্মীই মেনে নিতে পারেননি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি শুধুমাত্র প্রতিবাদ নয়, দলের কর্মীদের সম্মিলিত ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। তবে কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুধু পোস্টারের নিচে ‘আমরা দিদির সৈনিক’ লেখা রয়েছে। যদিও তাঁদের পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

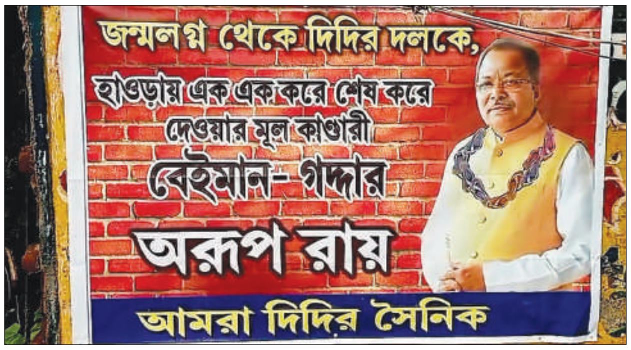

ছবিতে জুতোর মালা, ‘বেইমান-গদ্দার’ উল্লেখ করে অরূপ রায়ের বিরুদ্ধে পোস্টার হাওড়ায়।

একতরফা সিদ্ধান্তে ভাঙল পুরবোর্ড, বসল প্রশাসক

প্রতিবেদন : সফল বিজেপির চক্রান্ত! মেয়াদ শেষের ৬ মাস আগেই একতরফা সিদ্ধান্তে কলকাতা পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিল নয়া রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নের তরফে নির্দেশিকা জারি করে ভেঙে দেওয়া হল বর্তমান পুর-বোর্ড। পাশাপাশি বিধাননগর পুরনিগমের পথে হেঁটে কলকাতা পুরসভাতেও বসানো হল প্রশাসক। আর প্রত্যাশামতোই বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই কমিশনের হয়ে কাজ করা পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকেই প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হল। গত শুক্রবারই মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ হাকিম। তার কয়েকঘণ্টার মধ্যে পুরসভাকে নোটিশ পাঠিয়ে বোর্ড ভাঙার তোড়জোড় শুরু করেছিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। কলকাতা পুর-আইনের ১১৭ নং ধারা উল্লেখ করে বোর্ড কেন ভাঙা হবে না, তা পুর-কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছিল প্রশাসন। অবশেষে সোমবার একতরফা সিদ্ধান্তে কলকাতা পুরসভার বোর্ড মেয়াদ শেষের আগেই ভেঙে দিল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। বসানো হল সরকারের পছন্দসই প্রশাসকও। অর্থাৎ, বর্তমানে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে জনতার রায়ে জেতা জনপ্রতিনিধি থাকলেও তাঁরা কেবলই নাম-কা-ওয়াস্তে, আসল কাজ করবেন পুর-প্রশাসকই।

ঢুকছে জলীয় বাষ্প, দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি

প্রতিবেদন : প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে বঙ্গোপসাগর থেকে। এর ফলেই দক্ষিণবঙ্গে তৈরি হয়েছে ঝড় বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ। কিন্তু বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরম কমবে না। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি

বৃষ্টির সম্ভাবনা। কয়েকটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিও হতে পারে। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং নদিয়ায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী অন্তত সাত দিন এমনই তাপমাত্রা থাকবে। এদিকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও বৃষ্টি হতে পারে। ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এই জেলাগুলির বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে।

বেইমান রাজা সেনের বাড়ির কাছ থেকে উদ্ধার হল ত্রিপল, কম্বল ও সাদা থান

সংবাদদাতা, হাওড়া : সোমবার বাগনানের ‘বেইমান’ বিধায়ক রাজা সেনের বাড়ির কাছে খালোড়ে একটি আবাসনের গোডাউন ও খালোড় যুব সংঘ ক্লাব থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রিপল ও কম্বল উদ্ধার হল। যে ক্লাবের সভাপতি বাগনান-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা ‘গদ্দার’ বিধায়কের স্ত্রী মৌসুমী সেন এবং সম্পাদক খোদ তিনি। সেখান থেকে এত পরিমাণ ত্রিপল, কম্বল উদ্ধার হওয়া দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় মানুষজন। বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে প্রশাসনিক অফিসারেরা হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ সরকারি ওই ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার করেন। সেই সঙ্গে সেখান থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে সাদা থানও। এই ঘটনা চাক্ষুষ করে হতবাক হয়ে যান এলাকার মানুষ। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান তাঁরা। বাগনানের এই ‘গদ্দার’ বিধায়ক রাজা বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নামের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর করেন। যা এলাকার তৃণমূল কর্মীরাও মানতে পারেননি। এরপর এই সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় মানুষের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। তারা এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে সরব হন। ঘটনার প্রশাসনিক তদন্তও শুরু হয়েছে।

বাগনানে ‘বেইমান’ বিধায়ক রাজা সেনের বাড়ির কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল, কম্বল ও সাদা থান উদ্ধার।

ফ্ল্যাট হাতানোর চক্রান্তে অভিযুক্ত পুলিশ কর্তা

সংবাদদাতা, গড়িয়া : জোর করে আবাসন নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ খোদ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনা ঘটেছে গড়িয়ার মহামায়াতলায়। অভিযোগ, ওই আবাসনের একটি ফ্ল্যাট তাঁর নামে লিখে দেওয়ার দাবি করেন পুলিশ আধিকারিক। আবাসনের এক নিরাপত্তারক্ষীকে সঙ্গে করে সেখানে হাজির হন শান্তি দাস নামে ওই আধিকারিক। অতীতেও তাঁকে ঘিরে একাধিক বিতর্কের অভিযোগ রয়েছে।

আবাসনের কর্মীরা তাঁর প্রবেশ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপরই ক্ষমতার আস্ফালন দেখিয়ে আবাসনের দুই কর্মী অর্ক জানা ও অভিজিৎ প্রধানকে মারধর করা হয়। পরে পুলিশ ডেকে তাঁদের নরেন্দ্রপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ আরও গুরুতর। আক্রান্তদের দাবি, থানার মধ্যেই তাঁদের লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। আচমকা এই পরিস্থিতিতে দুই কর্মী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সূত্রের খবর, উপস্থিত কয়েকজন পুলিশ কর্মীও সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনার সময় নরেন্দ্রপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রসেনজিৎ বিষ্ণু থানায় উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর আক্রান্তদের মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে। পাশাপাশি আক্রান্ত দুই কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষ থেকেও নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজেও ওই পুলিশ আধিকারিকের প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্য ধরা পড়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

বিরোধী দলনেতা : চ্যালেঞ্জ অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে, মামলা

প্রতিবেদন : বিরোধী দলনেতা নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। সোমবার এই মর্মে আদালতের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল। বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকৃতি অবৈধ বলে অভিযোগ করে মামলা দায়ের করা হয় বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে। আগামী ১১ জুন এই মামলার শুনানি হবে। মামলা দায়ের করেন তৃণমূল সুপ্রিমো দ্বারা নির্বাচিত বিরোধী দলনেতা বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। অন্যতম আবেদনকারী হিসেবে নাম রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোরও।

যোগাসনে জোড়া সোনা হিন্দমোটরের গর্ব ঋতু

প্রতিবেদন : হিন্দমোটরের এক চিলতে ঘর থেকে উঠে আসা ঋতু আজ শুধু হুগলির নয়, গোটা দেশের গর্ব। দু’বেলা ঠিকমতো পেটভরে খাওয়া জোটে না যে পরিবারে, সেই পরিবারের মেয়েই আজ বিশ্বমঞ্চে ওড়াল ভারতের তেরঙা। সব বাধা-বিপত্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যোগাসনে জোড়া সোনা জিতে নজির গড়ল হুগলির হিন্দমোটরের মেয়ে ঋতু মণ্ডল।

আমেদাবাদে ট্র্যাডিশনাল যোগার ব্যক্তিগত ও দলগত দুই বিভাগে সোনা জিতেছে সে। সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা এবং অলিম্পিক পদক জেতার চূড়ান্ত স্বপ্নের আরও এক ধাপ এগোল সে। ঋতুর সাফল্যের পেছনে রয়েছেন তার বড় ভাই গৌতম, যিনি একসময় যোগাসন করতেন। কিন্তু আর্থিক অভাবে নিজের শখকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে গৌতম নিজের স্বপ্ন পূরণ করেছেন বোনের মধ্যে দিয়ে। ঋতু আগেই চেন্নাইয়ের খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস এবং আসামের খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। অভাবের সংসারে আলোর দিশা দেখিয়েছে ঋতুর এই অসামান্য সাফল্য। চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও ঋতু নিজের সাধনা থেকে একচুলও নড়েনি। পুষ্টিকর খাবার বা ভাল পোশাক তো দূরের কথা, অনেক সময় অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামটুকুও জোগাড় করতে পারেনি সে। শুধুমাত্র নিজের অদম্য ইচ্ছা আর জেদকে সম্বল করে আজ সে সেরার সেরা শিরোপা ছিনিয়ে এনেছে।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মেসি-কাণ্ড নিয়ে দায়ের হয়েছিল এফআইআর। জরুরি শুনানির আবেদন করা হলে আদালত সেই দাবি খারিজ করে দেয়

বিজেপির হামলা গর্জে উঠল তৃণমূল

এক মৃত্যু, এক অবিচার

প্রতিবেদন : বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের নির্মম অত্যাচার। প্রাণ খোয়ালেন আরও এক তৃণমূল কর্মী। বাংলা দেখল ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসে আরও একটি মৃত্যু। আরও একটি নির্মম অবিচার। রাষ্ট্র-পোষিত রাজনৈতিক এই প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তৃণমূল। সালিশি সভায় ডেকে তৃণমূল নেতাকে খুন করা হয় পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে। মৃতের নাম মিহির ঘোষ। তৃণমূলের এই অঞ্চল সভাপতিকে হিসাব নিতে ডাকা হয়েছিল সালিশি সভায়। সেখানে মিহিরকে বেধড়ক মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। রবিবার তাঁর মৃত্যু হল।

এর পরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, বাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে। জনসমক্ষে অপমানিত করার পর বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীদের দ্বারা নির্মমভাবে অত্যাচার চালানো হয় তাঁর উপর। এর ফলেই তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মী মিহির ঘোষের মৃত্যু হয়। এটি শুধুমাত্র একটি হামলা ছিল না, এটি ছিল রাষ্ট্র-পোষিত রাজনৈতিক হিংসার এক বর্বর নমুনা। এই ঘটনা প্রমাণ করে, বিজেপির বাংলা মানেই এখন ক্রমবর্ধমান হিংসা এবং অপরাধ। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও বাড়ছে নিরাপত্তাহীনতা। গণপিটুনির এক বিপজ্জনক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে রাজ্যে। আইনশৃঙ্খলার এই বিপর্যয়ের জন্য আর কত প্রাণ যাবে? এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে বিজেপি সরকারকে।

নিয়ম মেনে সরকারি ত্রাণসামগ্রী ফেরত দিলেন প্রাক্তন বিধায়ক

সংবাদদাতা, বসিরহাট: নির্দেশ নিয়ম মেনে সরকারি ত্রাণসামগ্রী ফিরিয়ে দিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধায়কের চিঠির পরিপেক্ষিতে তাঁর বাড়িতে থাকা সরকারি ত্রাণসামগ্রী, ইদের উপহার সবই মহকুমা শাসকের নির্দেশে ফিরিয়ে নয়ে গেল পুলিশ প্রশাসন।

সোমবার, বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়কের কাছে থাকা সরকারি ত্রাণসামগ্রী কয়েকটি ট্রাকে করে ফিরিয়ে নেওয়া হল। মাল ফেরতের সময় যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মজুত করা হয়েছিল। প্রাক্তন তৃণমূলের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিধায়কের মেয়াদ শেষের পরেই তার কাছে যে ত্রাণ সামগ্রী ছিল সেগুলো সরকার যাতে ফিরিয়ে নেয় তার জন্য আমি লিখিত আবেদন করেছিলাম বসিরহাটের মহকুমা শাসকের কাছে। এরপর বসিরহাট মহকুমা শাসকের নির্দেশে সেই ত্রাণসামগ্রী মহকুমা শাসকের দফতরে নিয়ে গেল। তিনি জানান, নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর বিধায়কদের কাছে সরকারি ত্রাণসামগী, বিভিন্ন পার্বণ উপলক্ষে উপহার আসে। সেগুলি আমরা বিতরণ করি। এবার নির্বাচনের কারণে সেগুলি বন্টন করা যায়নি নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট আচরনবিধী থাকায়। নতুন সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্যকাল শেষ হতেই আমি চিঠি লিখে মহকুমাশাসক ও জেলাশাসককে জানাই। সেই চিঠির পরিপেক্ষিতেই আজ সেগুলি নিয়ে যায়।

বাংলায় 'এজেন্সি রাজ' কায়েমের চক্রান্ত

রাজ্যের বিজ্ঞপ্তিতে চরিতার্থ হবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা

প্রতিবেদন : বাংলায় 'এজেন্সি রাজ' কায়েমের দিকে আরও এক ধাপ এগোল রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। পালাবদলের পর শুভেন্দু অধিকারীর সরকার দীর্ঘদিনের বিধিনিষেধ তুলে দিল সিবিআই তদন্তের ক্ষেত্রে। সোমবার স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট (ডিএসপিই)-কে রাজ্যের সর্বত্র তদন্তের জন্য 'জেনারেল কনসেন্ট' বা সাধারণ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা প্রতিবার আলাদা করে রাজ্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এর ফলে বিরোধীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিকে আরও যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারবে। নতুন এই বিজ্ঞপ্তি সেই পথ প্রশস্ত করে দিল।

অতীতে বিভিন্ন বিরোধী-শাসিত রাজ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সিবিআইকে কেন্দ্রের 'তোতাপাখি' হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগও নতুন নয়। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে 'সাধারণ অনুমতি' ফিরিয়ে দেওয়ার ফলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তদন্তের নামে চাপ সৃষ্টির আশঙ্কা বাড়বে। বিধানসভা ভোটের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। নানাভাবে চাপ তৈরি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিজেপির সবথেকে বড় হাতিয়ার সিবিআই-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এবার তাদের ক্ষমতাকে আরও নিরঙ্কুশ করা হচ্ছে। এইভাবেই রাজ্যে 'এজেন্সি রাজ' কায়েমের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বিজেপি সরকার। আশঙ্কা প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আড়ালে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে আরও জোরালোভাবে।

মূক ও বধির মহিলাকে ধর্ষণ

হিঙ্গলগঞ্জ

সংবাদদাতা, বসিরহাট : এবার বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, গুজরাতের প্রতিচ্ছবিই ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে বাংলাতেও। বিজেপির আমলে ধর্ষকদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গ। বিজেপি সরকারের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। সরকার বদল হতেই যেন খুন, ধর্ষণের ঘটনায় জেরবার। এবার মূক ও বধির মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেফতার অভিযুক্ত প্রতিবেশী। ঘটনাটি ঘটেছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার ১৩ নম্বর সান্ডেলবিল এলাকায়। অভিযোগ, সকালে এই মূক ও বধির মহিলা বাসন মাজছিলেন। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী প্রসেনজিৎ মণ্ডল ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে। এরপর মহিলা বাড়ির সকলকে এই ঘটনা জানান। ঘটনার প্রেক্ষিতে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা এবং তাঁর পরিবার। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ডিআরএমকে ডেপুটেশন হকারদের

সংবাদদাতা, হাওড়া : রাজনৈতিক পালাবদলের পর রাজ্য জুড়ে চলছে হকার উচ্ছেদ অভিযান। রেল স্টেশনের বাইরে, লাগোয়া এলাকায় জোরকদমে চলছে হকার উচ্ছেদ। বিভিন্ন ট্রেনেও হকারদের বিরুদ্ধে চলছে পুলিশি ধরপাকড়। বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হচ্ছে স্টেশন চত্বরে থাকা সমস্ত দোকান। এই পরিস্থিতিতে রেলের হকারদের ব্যবসা করার দাবিতে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম এর কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন কাজ হারানো হকাররা। সোমবার ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের ব্যানারে হাওড়ার ডিআরএমের কাছে ওই স্মারকলিপি জমা দেন হকাররা। তাঁদের দাবি, যেহেতু হাজার হাজার হকারদের জীবন এবং জীবিকা রেলে হকারির সঙ্গে যুক্ত তাই তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। রেলের জমিতে এবং প্লাটফর্মে তাদের জন্য দোকানের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই দোকানগুলোর জন্য হকাররা ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দিতে প্রস্তুত। একইভাবে ট্রেনে হকারির জন্য ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা রেলকে ভাড়া দিতে রাজি। সংস্থার সভাপতি বিনয় কুমার মণ্ডল বলেন, তাঁরা তাঁদের দাবি জানানোর পাশাপাশি ডিআরএমের কাছে হকারদের পরিচয়পত্র এবং আইনি স্বীকৃতির দাবি করেছেন।

ভরতুকিতে কোপ

(প্রথম পাতার পর) আরও বাড়িয়ে দেওয়া হল রান্নার গ্যাসের দাম। ২৯ টাকা বেড়ে গ্যাস হল ৯৬৮ টাকা। হাজার টাকা ছুঁই ছুঁই। হেঁশেলে আগুন লাগিয়েই ক্ষান্ত নন তাঁরা, দেশের সাড়ে ১০ কোটির উজ্জ্বলা গ্রাহকের ভরতুকিও কেড়ে নিল বিজেপি। সিলিন্ডার পিছু ৩০০ টাকা হারে বছরে সর্বাধিক ২ হাজার ৭০০ টাকা ভরতুকি পেতেন উজ্জ্বলা গ্রাহকরা। এবার তা কমিয়ে করা হল ১ হাজার ২০০ টাকা। অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি টাকা কেটে নেওয়া হল ভরতুকি। অন্নপূর্ণা যোজনায় এখনও প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা ঢোকেনি। আদৌ ঢুকবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই। এরই মধ্যে ভরতুকির অর্ধেক টাকা কেটে নিল জুমলাবাজ বিজেপি।

'আচ্ছে দিনে'র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মোদি সরকার। সেই 'আচ্ছে দিনে' নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। গ্যাসের দাম বাড়ছে, পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ছে, উজ্জলার ভরতুকি কাড়ছে— ক্রমশই স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে বিজেপির। মহিলারা বুঝতে পারছেন এতদিনে, ভোট দিয়ে কাকে এনেছে। 'আচ্ছে দিনে' বিজেপি তো সেই মহিলাদেরই চোখের জল ফেলার ব্যবস্থা করে দিল আবার। ২০২৩ সালে বিজেপি ঘোষণা করেছিল ১২টি সিলিন্ডারের প্রতিটিতেই ৩০০ টাকা করে ভরতুকি পাবেন উজ্জ্বলা গ্রাহকরা। তারপর জুমলাবাজি শুরু। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাজেট পেশের সময়ই উজ্জ্বলায় ভরতুকির সিলিন্ডার কমিয়ে ৯ করে দেওয়া হয়। এখন ফের কাঁচামালের দামবৃদ্ধির দোহাই দিয়ে ফের উজ্জ্বলার ভরতুকি ছাঁটাই করা হয়েছে। রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির সঙ্গেই মহিলাদের ভরতুকির ধাক্কা দিয়েছে মিথ্যেচারী বিজেপি।

কিষানগঞ্জে ৮০ কার্টুন চাইনিজ আপেল উদ্ধার। তিনটি কার্টুনে প্রায় ২০ কেজি করে আপেল ছিল। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গাড়িটিও

যুবককে জোর করে হোল্ডিং সেন্টারে বাসিন্দাদের ক্ষোভে পিছু হটল পুলিশ

প্রতিবেদন : তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে কর্মস্থলে। হোল্ডিং সেন্টারের সামনে শর্টকাট রাস্তা ধরতেই যুবককে বিনা কারণে খপাত করে ধরল পুলিশ! শুধু তাই নয়, জোর করে হোল্ডিং সেন্টারে ঢোকানোর জন্য চলল জবরদস্তি! স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসতেই পিছু হটল পুলিশ। ঘটনা মালদহের। বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বেঁচে ফেরা যুবক মালদহের কাজিগ্রামের বাসিন্দা। ঠিক কী ঘটেছিল? হোল্ডিং সেন্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। বাংলাদেশি দাগিয়ে এক গাড়ি লোকজনকে তখন নামানো চলছে। ওই সেন্টারের পাশ দিয়ে অন্যদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। যার জেরে প্রায় বন্ধ রাস্তা। কর্মস্থলে যাওয়ার তাড়া ছিল। তাই ওই যুবক হোল্ডিং সেন্টারের সামনের রাস্তা ধরে। মুহূর্তের মধ্যে একটা বড়সড় ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়। হঠাৎ পুলিশকর্মীদের নজর সেদিকে পড়লে তাঁরা মনে করেন, অনুপ্রবেশকারীদের লাইন থেকে সেই তরুণ বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁকে পুলিশ ধাওয়া করতেই বেজায় ঘাবড়ে যান সেই তরুণ। ভয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তাতে আরও সন্দেহ বাড়ে। পুলিশ এবার চেপে ধরে তাঁকে। পুলিশের চোখে স্থানীয় ওই তরুণ তখন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। তখনই পরিত্রাতা হয়ে এগিয়ে আসেন স্থানীয়রা। ওই ক্ষোভের মুখে পড়ে পিছু হটে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না হলে হয়তো সেই তরুণেরও ঠাঁই হত সেই হোল্ডিং সেন্টারে। শেষপর্যন্ত স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রমাণ সহ নিজের পরিচয় দিয়ে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পান ওই তরুণ।

প্রতীকী চিত্র

স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, বাংলাদেশি তকমা দিয়ে জোর করে বিজেপির পুলিশ হোল্ডিং সেন্টারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে। আমাদেরকে বন্ধু সঙ্গেও এমনটাই ঘটতে যাচ্ছিল। বিষয়টি আমাদের নজরে না এলে নিরীহ ছেলেটারা স্থান হত হোল্ডিং সেন্টারে। তারপর ওকেও জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হত।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

মালদহের শ্রীপুর-বল্লভপুর এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। রবিবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামসী থেকে গাজোলমুখী একটি লরি এবং গাজোল থেকে সামসিগামী একটি মোটরবাইক জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, লরিটি আচমকা ভুল লেনে ঢুকে বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর। মৃতের নাম ইউনুস আলি ওরফে দুলাল (২৫)। তিনি রতুয়া ব্লকের চাঁদমুনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দজোত মালোপাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুখুরিয়া থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ঘাতক লরিটিকেও আটক করেছে পুলিশ।

মৃতদেহ উদ্ধার

সোমবার সাতসকালে জলঢাকা নদী থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। এদিন ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি দলবাড়ি সংলগ্ন জলঢাকা নদীর চরে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যায় নদীর মাঝে কোনও কিছুকে আটকে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। রাত হয়ে যাওয়ায় আর কোনও কিছু না করলেও সোমবার সকালে সেই বিষয়টি দেখতে যান। এরপর স্থানীয়রা কাছে যেতেই দেখতে পান এক ব্যক্তির মৃতদেহ। দ্রুত খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। যদিও উদ্ধার হওয়া মৃতদেহের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বন দফতরের ভূমিকায় ক্ষোভ

নাগেশ্বরী চা-বাগানে হাতির আক্রমণে মৃত্যু শ্রমিকের

প্রতিবেদন : সাত সকালে চা-বাগানে হাতির হানা। আক্রমণে মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে মাটিয়ালী ব্লকের নাগেশ্বরী চা বাগানে। মৃত ব্যক্তির নাম দীপক গোয়ালা (৪০)। এই ঘটনার পর বনদফতরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন শ্রমিকেরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিদিন চা-বাগানে হাতি না হলে চিতাবাঘের আগমন চলছে। বনদফতর নিষ্ক্রিয়। খবর দেওয়ার অনেক পরে আসছেন কর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে একটি বুনো হাতি প্রথমে জুরন্তি চা বাগানে প্রবেশ করে। পরে হাতিটি নাগেশ্বরী চা বাগানের ১৯ নম্বর বি সেকশনে ঢুকে পড়ে। সেখানেই কাজের সময় দীপক গোয়ালাকে আক্রমণ করে হাতিটি।

শোকস্তব্ধ বাগানের বাকি শ্রমিকেরা।

ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর হাতিটি পাশের আইভিল চা বাগানে চলে যায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। দিনের পর দিন এই হামলা থেকে বাঁচতে বনদফতরের নজরদারি দাবি করেছেন শ্রমিকরা।

ধসে তিস্তায় পড়ে গেল গাড়ি

৫ বছরের শিশু-সহ একই পরিবারের ৪ জনের দেহ

প্রতিবেদন : ঝড়-বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর। ধসে তিস্তা নদীতে শুক্রবার তলিয়ে গিয়েছিল গাড়িটি। দু'দিন পর করা হয়। উদ্ধার হয়েছে ৫ বছরের শিশু-সহ একই পরিবারের ৪ জনের মৃতদেহ। নিহতরা হলেন, সব্য নিউপানে (২৭), স্মরিকা নিউপানে (২৯), টিকা মায়া দাহাল (৩১) ও দিত্য ছেত্রী (৫)। প্রাথমিক অনুমান, ধসের কবলে পড়ে গাড়িটি তিস্তার খাদে তলিয়ে যায়। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আসার সময় বিকেল নাগাদ রম্বি ও বাঘপুলের মাঝে ভেলাবাড়ি এলাকায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেষবার কথা হয় তাঁদের। এরপরই তাদের মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখনই প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়ি ঝরনা ফুলেফেঁপে ওঠে। এর ফলে উপর থেকে নেমে আসা ধসের কবলে পড়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তার খাদে তলিয়ে যায়। নিখোঁজ হওয়ার পর শুক্রবার রাত থেকেই শুরু হয় উদ্বেগ। আত্মীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার সকাল থেকে পুলিশ ও সিকিম প্রশাসনের সহায়তায় যৌথ তল্লাশি শুরু করে এনডিআরএফ টিম। এরপরই তল্লাশি চালিয়ে নদীগর্ভ থেকে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। গাড়ির মধ্যেই ছিল চারটি দেহ। উদ্ধার হওয়া দেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

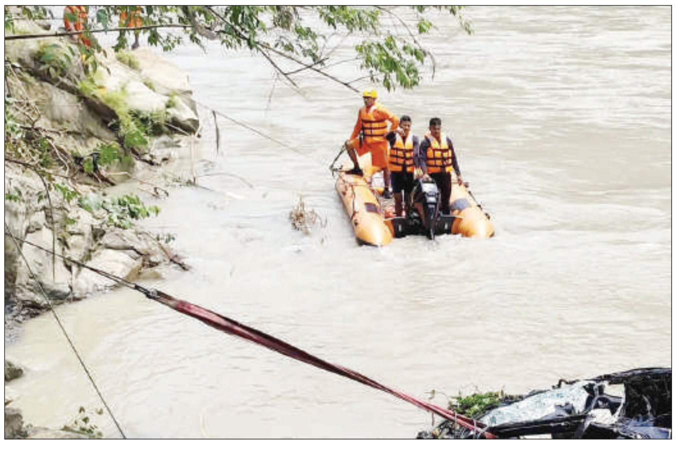
তিস্তায় চলছে উদ্ধারকাজ।

জাতীয় সড়কের ধারে পড়ে গরুর দেহ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : চারিদিকে দুর্গন্ধ। জাতীয় সড়ক দিয়ে একপ্রকার যাতায়াত করা দায়। তিন দিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশে পড়ে রয়েছে গরুর মৃতদেহ। কিন্তু প্রশাসনের কোনও হেলদোলই নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৬ জুন সন্ধ্যায় একটি দ্রুতগামী সরকারি বাসের ধাক্কায় গরুটির মৃত্যু হয়। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করলেও মৃতদেহ সরানোর বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

৩ দিন পর উদ্ধার

এলাকাবাসীদের দাবি, এরপর একাধিকবার রায়গঞ্জ পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও এখনও পর্যন্ত গরুর মৃতদেহ অপসারণের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে এলাকাজুড়ে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, মৃতদেহ সরানোর জন্য পুরসভার কিছু কর্মী টাকার দাবি করেছেন। স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে সোমবার বিকেলে সরিয়ে ফেলা হয় গরুর মৃতদেহটি।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 June, 2026 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বুলডোজার হামলার ভয়ে সরল নেত্রীর ছবি, লোগো

প্রতিবেদন : প্রতিহিংসার রাজনীতির জেরে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে বুলডোজার চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই বুলডোজার অপারেশনের ভয়ে পুরুলিয়ায় আইএনটিটিইউসি অফিসের দেওয়াল থেকে সরিয়ে দেওয়া হল তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। সেই সঙ্গে আইএনটিটিইউসি লেখা এবং দলের প্রতীক ঘাসের উপর জোড়া ফুলের ছবিও সরিয়ে দেওয়া হল। ঘটনা পুরুলিয়া শহরের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পাশে থাকা তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অনুমোদিত পুরুলিয়া জেলা ম্যাক্সি ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কার্যালয়ের ঘটনা।

এভাবে তৃণমূল নেত্রী এবং আইএনটিটিইউসি লেখা-সহ দলের প্রতীক সরে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এতকাল ওই অফিসের বাইরের দেওয়ালেই এই ছবি-লেখা থাকত। রাতারাতি সব উধাও। এখন সেখানে লেখা রয়েছে, পুরুলিয়া জেলা ম্যাক্সি ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউনিয়ন অফিস। এর নেপথ্যে রয়েছে বুলডোজারের ভয়। সরকারের পালা বদলের পরই তৃণমূলের কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ধরার পাশাপাশি পার্টি অফিস দখল বা ভাঙা হচ্ছে। তাতেই শঙ্কিত পুরুলিয়া জেলা ম্যাক্সি ট্যাক্সি ইউনিয়ন। সভাপতি শেখ জুবের আলি বলেন, গত ২০ বছর ধরে কার্যালয় চলছে। রেজিস্ট্রেশনও রয়েছে। এরপরেও যদি প্রশাসন বুলডোজার চালিয়ে উৎখাত করে কী আর বলা যাবে!

ওভারহেড তার ছিঁড়ে দেড় ঘণ্টা পুরুলিয়ায় বন্ধ সড়ক

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপর্যয়। দেড় ঘণ্টা বন্ধ বলরামপুর-বাগমুণ্ডি সড়ক। সোমবার বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ আদ্রা ডিভিশনের বরাভূম রেল স্টেশন সংলগ্ন জেসি-৪০ লেভেল ক্রসিংয়ে রেলের ওভারহেড তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ব্যাপক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এর জেরে পুরুলিয়া-চান্ডিল শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি বলরামপুর-বাগমুণ্ডি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কে দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রেলগেট বন্ধ থাকায় দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আটকে পড়ে অসংখ্য ছোট-বড় যানবাহন। চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রী, সাধারণ পথচারী এবং যাত্রীরা। অভিযোগ, রোগীবহনকারী অ্যাম্বুলেন্সকেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। ঘটনার জেরে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নির্ধারিত সময়ের প্রায় চার ঘণ্টা বিলম্বে চলা পুরুষোত্তম এক্সপ্রেসকে দুপুর ১২টা নাগাদ আপ লাইন দিয়ে গন্তব্যের দিকে পাঠানো হয়। দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ রেলের টিআরটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেরামতির কাজ শুরু করে। এরপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এই ঘটনার পর ফের একবার বরাভূমের ব্যস্ত রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে উড়ালপুল নির্মাণের দাবি জোরালো হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ও যানবাহন এই পথ ব্যবহার করেন। বারবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় স্থায়ী সমাধান হিসেবে দ্রুত উড়ালপুল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

পূর্ব-পরিকল্পনা মাফিকই নাবালিকাকে ধর্ষণের ছক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বন্ধুত্বের ফাঁদ পেতেই পরিচিত যুবকদের দিয়ে বান্ধবীকে ধর্ষণের ছক কষেছিল অভিযুক্ত তরুণী। দুর্গাপুর ধর্ষণ-কাণ্ডে এই তথ্য উঠে এসেছে পুলিশি তদন্তে। ধর্ষণকাণ্ডে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার মধ্যে অভিযুক্ত তরুণী সিমরান তামাংও রয়েছে। তবে একজন এখনও ফেরার। পরিচিত যুবকদের দিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের পরিকল্পনা করেই নাকি নির্যাতিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিল সিমরান। তাকে বিশ্বাস করেই চরম মাশুল দিতে হল নির্যাতিতাকে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুদবুদের বাসিন্দা সিমরানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় নির্যাতিতার। দু'জনের বাড়িও কাছাকাছি হলেও প্রথমে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সম্প্রতি যোগাযোগ বাড়ে। অভিযোগ, সেই সূত্র ধরেই নাবালিকার সঙ্গে পরিচয় অভিযুক্ত আজহারউদ্দিন মল্লিক, সুবীর দাস ও রাজ মল্লিকের সঙ্গে। বুদবুদ বাজারে আজারুদ্দিনের সাইকেলের দোকান রয়েছে। বন্ধুত্বের মুখোশ পরে নাবালিকাকে টার্গেট করে তিন যুবক ও তাদের বান্ধবী। শনিবার বেড়াতে যাওয়ার নাম করে ডাকা হয় নাবালিকাকে। তারপর চারচাকা গাড়িতে সিটি সেন্টারের কবিগুরু এলাকার এক হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

ধৃত দুই অভিযুক্তকে তোলা হচ্ছে আদালতে।

অভিযোগ, গাড়িতেই মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয় যাতে বেহুঁশ হয়ে যায়। তারপরই হোটেলের একটি ঘরে তিন যুবক তাকে ধর্ষণ করে। ১৮ বছরের নিচে কোনও নাবালক বা নাবালিকাকে পরিবারের সদস্য ছাড়া হোটেলে থাকার অনুমতি দেওয়া যায় না। নাবালিকা কীভাবে ওই যুবকদের সঙ্গে হোটেলে গেল, সেটাই প্রশ্ন। হোটেলের ম্যানেজার রাজকুমার দে-কে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

ধর্ষণের পর বুদবুদ বাইপাসে ছাত্রীকে একা ছেড়ে দিয়ে পালায় অভিযুক্তরা। এক টোটোওয়ালা অসহায় অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। তারপরেই বাড়ির লোক পুলিশে অভিযোগ করে। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

রোগীকে হাসপাতাল থেকে না ছাড়ায় ভাঙচুর

দুর্গাপুর

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রোগীকে ছেড়ে না দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তাল দুর্গাপুরের শোভাপুর সংলগ্ন এক বেসরকারি হাসপাতাল। রবিবার রাতে হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে রোগীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীও। পরে সামনে আসে হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ, যেখানে ধরা পড়ে ভাঙচুরের সেই তাণ্ডবের ছবি। জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ দিন আগে দুর্গাপুরের অমরাবতী কলোনি সংলগ্ন ভ্যাম্বে কলোনির এক বাসিন্দা দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন। তাঁকে শোভাপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, বারবার রোগীকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দেয়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রবিবার রাতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর আত্মীয়রা। তার পরেই তারা হাসপাতালে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালান। প্রথমে রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের হাতে নিরাপত্তারক্ষীদের নিগ্রহে বিক্ষোভ শুরু হয়। তারপরেই শুরু হয় ভাঙচুর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্গাপুর থানার পুলিশের বিশাল বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যেই হাসপাতাল ভাঙচুরের ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। রবিবার রাতভর শোভাপুর এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই ভাঙচুরের ছবি।

পরিকল্পনা করেই দিল্লির অধ্যাপিকাকে খুন দম্পতির

সংবাদদাতা, বর্ধমান : দিল্লির অধ্যাপিকাকে খুনের ঘটনায় বর্ধমান থেকে ধৃত দম্পতি রামপ্রসাদ দাস ও তাঁর স্ত্রী বনশ্রী দাসকে ট্রানজিট রিমান্ডে দিল্লি নিয়ে গেল পুলিশ। তাঁদের শিশুপুত্রকে হোমে পাঠানোর জন্য আদালতে আবেদন জানাল। সিসি ক্যামেরার সূত্র ধরেই অধ্যাপিকা খুনে অভিযুক্ত দম্পতিকে বর্ধমান থেকে গ্রেফতার করা হয়। দিল্লি গিয়ে কোনও মোবাইল ফোন ব্যবহার করেনি ধৃতরা। এমনকি গেস্ট হাউসে থাকার সময় অন্যের আধার কার্ড ও ভুয়ো ফোন নম্বর দেয়। দেবস্মিতা পালের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে দিল্লি পুলিশ তদন্তে নেমে কমপ্লেক্সের সিসি ক্যামেরায় যে ছবি পায় তাতে দেখা যায় নাবালক সহ রামপ্রসাদ ও বনশ্রীকে। এরপর পুলিশ রাস্তায় থাকা সিসি ক্যামেরার সূত্র ধরে পৌঁছয় হোটেলে। সেখানে সিসি ক্যামেরায় তাদের ছবি পায়। পরিবারের সদস্যদের সেই ছবি দেখিয়ে পুলিশ নিশ্চিত হওয়ার পর বর্ধমানে দেবস্মিতার মামার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। তবে গ্রেফতার করতে পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢুকতে হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিকভাবে পাওয়া সম্পত্তি থেকে উঠে যেতে বলতেই আক্রোশবশত শিবাজি কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা দেবস্মিতাকে খুন করার পরিকল্পনা করে রামপ্রসাদ ও বনশ্রী। ২০২৩ থেকেই অভিযুক্তরা ভাড়াটিয়া। বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে পূর্ব পরিকল্পনারমতো অভিযুক্তরা দিল্লির ডাল্লুপুরা এলাকার একটি গেস্ট হাউসে ৩ জুন পৌঁছয়। ফ্ল্যাটে পৌঁছনোর জন্য সিঁড়ি ও লিফট উভয়ই ব্যবহার করেছিল। মুখে পরেছিল মাস্ক। ফ্ল্যাটে ঢুকে দেবস্মিতাকে প্রথমে মাথায় ভারী বস্তুর আঘাত করা হয় এবং মৃত্যু নিশ্চিত করতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাতের শিরা কেটে দেওয়া হয়। পরিচয় গোপন করতে অভিযুক্তরা পোশাক পরিবর্তন করে ট্যাক্সিতে নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছয় এবং পূর্বা এক্সপ্রেসের ৪ জুন বর্ধমান এসে পৌঁছয়।

বাইকের ধাক্কায় নিহত স্কুলপড়ুয়া

সংবাদদাতা, মহিষাদল : পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক স্কুলছাত্রের। নাম সৌম্যজিৎ মাইতি (১৩)। মহিষাদল থানার তেরপাড়াজলপাই এলাকার বাসিন্দা এবং স্থানীয় হরিখালি হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলছুটির পর সৌম্যজিৎ বাড়িতে ফিরে স্কুলের ব্যাগ রেখে কাছের একটি দোকানে খাবার কিনতে যায়। সেই সময় নরঘাট-বালুঘাটা গ্রামীণ সড়কের তেরপাড়াজলপাই এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির মোটরবাইক তাকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে রাস্তাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যায় সে। দুর্ঘটনা চোখে পড়তেই ছুটে আসেন আশপাশের মানুষজন। তাঁরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনাটি বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘটে।

অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর মোটরবাইক চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও স্থানীয়রা মোটরবাইকটি আটক করে রাখে। মহিষাদল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মোটরবাইকটি উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পড়ুয়ার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে মহিষাদল এলাকায়।

পারুলডাঙা নসরতপুর হাইস্কুল পরিষ্কার করতে পুলিশ কর্মীদের নিয়ে হাত লাগালেন নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ। পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে জানান বিশ্ববন্ধু

অন্নপূর্ণা যোজনার কাজে নারাজ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

সংবাদদাতা, নওদা : অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণ নিয়ে হেনস্থা, এলাকায় ঢুকতে গেলে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়া ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে সিডিপিও অফিসে বিক্ষোভ শুরু করলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। সোমবার দুপুরে নওদা ব্লকের সিডিপিও অফিসে এলাকার সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলআপ থেকে তাঁরা অব্যাহতি চান, ওই দাবি তুলে স্লোগান দিতে শুরু করেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে তন্দ্রা পাণ্ডে নামে এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বলেন, মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা বেতন পেয়ে হাজার হাজার টাকা বাকি রেখে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালাতে হয় তাঁদের। বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও সুরাহা

বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

হচ্ছে না। এরপরেও অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে হেনস্থা হতে হচ্ছে তাদের। তাছাড়া অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য কোনও পারিশ্রমিক নেই, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে কাজ করেও হেনস্থা হতে হচ্ছে তাঁদের, সে কারণেই আন্দোলন করছেন তাঁরা। ঝর্না পাণ্ডে নামে আরেক কর্মী বলেন, পাঁচ ঘন্টা ডিউটি করার পর নতুন করে অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনপত্রের কাজ করতে হচ্ছে।

আগে অফলাইনে ফর্ম ফিলআপ করার জন্য তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এলাকার মানুষ। এখন অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করছেন অনেকেই। ফর্ম পূরণের সময় নিজেরা ভুল করে নিয়ে এসে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্বাক্ষরের জন্য হুড়োহুড়ি করছেন অথচ ভুল হলে দায় নিতে হচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। ফলে চরম অশান্তিতে রয়েছেন তাঁরা। তাই অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনপত্র তাঁরা আর পূরণ করবেন না বলে স্থির করেছেন এবং অব্যাহতি চাইছেন।

বালির মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছ নীতি ও নজরদারি চাইল স্বরাজ মোর্চা

জঙ্গলমহল

JUNGLEMAHAL SWARAJ MORCHA
Democracy - Rights - Development
Office: Gaighata, Jhargram, West Bengal - 721507

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় বালির মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইল জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চা (জেএসএম)। সংগঠনের পক্ষ থেকে ই-মেইল করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে। তাতে বালির মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন, বৈধ বালিখাদানগুলির উপর নজরদারি এবং জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন (ডিএমএফ)-এর অর্থের যথাযথ ব্যবহারের দাবি জানানো হয়েছে।

জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতো বলেন, সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ জানতে পেরেছে, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় বালির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বহু মানুষের অভিযোগ, ঘোষিত মূল্যে বালি পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষ, গৃহনির্মাণকারী পরিবার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। সংগঠনের দাবি, সরকারকে বালির সরকারি মূল্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা ও ব্যাপক প্রচার করতে হবে। পাশাপাশি ঘোষিত মূল্য বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে শক্তিশালী নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। বৈধ বালিখাদানগুলিতে অনুমোদিত সীমানার বাইরে বালি উত্তোলন বন্ধ করা এবং অবৈধ বালি উত্তোলন ও পরিবহনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়াও বালি খাদান থেকে প্রাপ্ত রয়্যালটির আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবি তুলেছে জেএসএম। সংগঠনের মতে, জেলা খনিজ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ স্থানীয় এলাকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, পরিবেশ সংরক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও জীবিকা সৃষ্টির কাজে যথাযথভাবে ব্যয় করা উচিত।

শক্তিপদর বসতভিটে সংস্কার দাবি

প্রতিবেদন : তিনি অসংখ্য উপন্যাস লিখেছেন। সেগুলি জনপ্রিয় হয়েছে। অনেকগুলি নিয়ে ছবিও হয়েছে। তারই একটি 'নয়া বসত'। যেটি 'অমানুষ' নামে ছবি হয়েছিল। অভিনয়ে ছিলেন উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর। ছিলেন উৎপল দত্ত, প্রেমা নারায়ণ, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সেই লেখক শক্তিপদ রাজগুরুর জন্ম বাঁকুড়ার গোপবান্দি গ্রামে। গ্রামের মানুষ আজও গর্ববোধ করেন তাঁদের গ্রামের লেখককে নিয়ে। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা হতাশ, লেখকের সাবেক বাড়িটি অযত্নে ধ্বংসের মুখে পড়তে বসেছে। গ্রামের মানুষের দাবি, বাড়িটির সংস্কার হোক।

শক্তিপদর জন্ম ১৯২২-এর ১ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার অন্তর্গত বেলিয়াতোড়ের কাছে গোপবান্দি গ্রামে। পূর্বপুরুষরা থাকতেন ইন্দাসের কাছে কৃষ্ণবাঁধা গ্রামে। তখন পদবি ছিল মুখোপাধ্যায়। মল্লরাজাদের রাজপুরোহিত হওয়ায় 'রাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। সেটিই হয়ে ওঠে পদবি।

শক্তিপদ ছিলেন চার ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে বড়। বাবা মণীন্দ্রনাথ ডাক বিভাগের কর্মী ছিলেন। বদলির চাকরি হওয়ায় বাঁকুড়া থেকে মুর্শিদাবাদের কান্দিতে যান। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ক্যান্সারে মৃত্যু হয় তাঁর। বাঁকুড়ার গ্রামের বাড়িতে থাকার সময়ে শক্তিপদ পড়তেন নীলু পণ্ডিতের পাঠশালায়। পরে দধিমুখা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েন। পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন লোকনাথ ইনস্টিটিউশনে। ১৯৩৮-এ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ভর্তি হন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে। হস্টেলে থেকে লেখাপড়া। ১৯৪০-এ আইএসসি পাশ করেন।

বাবার অকালমৃত্যুতে ফেরেন গ্রামে। বাঁকুড়ার নতুনগঞ্জে মেসে থেকে টাইপ ও শর্টহ্যান্ড শিখে পরীক্ষা দিয়ে পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফে চাকরি পান, ১৯৪২ সালে। জিপিওতে পোস্টিং। রাতে পড়ে ১৯৪৫-এ বিকম পাশ করেন।

কিশোর বয়স থেকেই লেখালিখি। ১৯৪২-এ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গল্প 'আবর্তন'। ১৯৪৫-এ প্রথম উপন্যাস। তাঁর কাহিনী নিয়ে প্রায় ৪৪টি সিনেমা তৈরি হয়েছে। সবার দাবি, এমন লেখকের স্মৃতিরক্ষায় কিছু করা হোক।

নিজেরা মুক্ত হবে এই আশাতেই খুন শিশুকে

প্রতিবেদন : নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে কুইনস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের হস্টেলের বাথরুম থেকে উদ্ধার হয় । ৬ জুন স্কুলের হস্টেলের বাথরুম থেকে উদ্ধার হয় এক প্রথম শ্রেণির পড়ুয়ার দেহ। সেই হত্যার তদন্তে নেমে পুলিশের চক্ষুস্থির। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ওই স্কুলেরই হস্টেলে থাকা নবম শ্রেণির দুই পড়ুয়াকে। তবে জানা গিয়েছে, মুক্তির স্বাদ পেতেই তারা ঠান্ডা মাথায় খুনের পরিকল্পনা করেছিল। সেই কথা ডায়েরিতে লিখেওছিল। লিখেছিল 'বন্ধ হবে হস্টেল'।

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন একটি শিশুকে কতটা ক্রুদ্ধ, নিষ্ঠুর করে তুলতে পারে তার উদাহরণ মিলল এই ঘটনায়। ৬ জুন হস্টেলের বাথরুম থেকে উদ্ধার হয় এক প্রথম শ্রেণির পড়ুয়ার দেহ। তদন্তে গ্রেফতার হয়েছে ওই স্কুলের হস্টেলে থাকা নবম শ্রেণির দুই পড়ুয়া। কিন্তু হত্যার কারণ নিয়ে রীতিমতো বিচলিত পুলিশকর্তারাও। জেরায় ওই দুই পড়ুয়া জানিয়েছে, হস্টেলের বন্দিজীবন থেকে মুক্তি পেতেই একটা বড় ধাক্কা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা। বড়সড় একটা অঘটন ঘটলে, হইচই শুরু হবে। তার জেরে বন্ধ হবে হস্টেল ও স্কুল। তাতেই তাদের মুক্তি মিলবে। এই পরিকল্পনা থেকে ছোট্ট মেয়েটিকে বালতির জলে ডুবিয়ে খুনের ছক কষে তারা। দাবি পুলিশের। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, এই দুই পড়ুয়ার পরিবারও খুব স্বাভাবিক নয়। মা-বাবা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের ভালবাসা, যত্নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত ছিল ওরা। তাতেই পড়ুয়াদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ঘটেনি। দু'জনেই খুনের কথা স্বীকার করেছে। তদন্তকারী অফিসারের মতে, আমরা কোনও কারণে বাইরে যেতে পারছি না। আমাদের বাড়ির লোক এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে না। এমন একটা কিছু হলে আমরা এখান থেকে মুক্ত হতে পারব। এই ভাবনা চলছিল। সঙ্গে বাড়িতে থাকলে ফোন হাতে পাওয়া যাবে। সেটা হস্টেলে সম্ভব নয়। এই ভাবনা থেকেই এই কাণ্ড।

ঝাড়গ্রামে হাতির উপর নজরদারিতে আসছে থার্মাল ড্রোন

হাতি-মানুষ সংঘাত ক্রমশ বাড়ছে

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রামে হাতি-মানুষ সংঘাত ক্রমশই উদ্বেগজনক আকার নিচ্ছে। গত তিন মাসে হাতির হানায় অন্তত ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এরই মধ্যে রবিবার সকালে শিমুলডাঙা এলাকায় ফের এক মহিলার মৃত্যু হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, হাতির গতিবিধি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা দিতে বন দফতর বারবার ব্যর্থ হচ্ছে, ফলে প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতে হাতির গতিবিধির উপর আরও কার্যকর নজরদারি চালাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি থার্মাল ড্রোন কিনেছে বন দফতর। বন দফতরের দাবি, এর সাহায্যে রাতের অন্ধকারেও হাতির অবস্থান ও চলাচল সহজে চিহ্নিত করা যাবে। বর্তমানে বনকর্মী ও আধিকারিকদের ড্রোন ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এক বন আধিকারিক জানান, প্রশিক্ষণ শেষ হলে হাতির নজরদারিতে এটি কাজে লাগানো হবে।

রবিবার সকালে ঝাড়গ্রামের শিমুলডাঙা জঙ্গল সংলগ্ন একটি কাজুবাগানে কয়েকজন মহিলার সঙ্গে কাজুবীজ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন মৌসুমি মল্লিক। সঙ্গে ছিল ছেলেও। আচমকাই একটি হাতি সেখানে চলে আসে। হাতি দেখে ছেলে দৌড়ে পালাতে সক্ষম হলেও মৌসুমি পালাতে পারেননি। হাতিটি তাঁকে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। হাতির উপস্থিতি টের পেয়ে অন্য শ্রমিকেরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে যান ঝাড়গ্রাম রেঞ্জ অফিসার খুরশিদ আলম এবং ঝাড়গ্রাম থানার আইসি কৌশিক সাউ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 June, 2026 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

মহিলাদের কটূক্তি, দুর্ব্যবহার
জনরোষে বীরভূমের বিজেপি নেতা

প্রতিবেদন : মহিলাদের কটূক্তি। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার। হুমকি। বিজেপির মণ্ডলের যুব মোর্চার নেতার বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি অভিযোগ। কিন্তু স্বচ্ছতার বুলি আওড়ানো ভোট-লুটেরা বিজেপি সরকার এই অভিযোগ পাওয়ার পরেও নেয়নি কোনও ব্যবস্থা। এবার এলাকার বাসিন্দারাই প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন। ওই যুব নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভে শামিল হলেন সাধারণ মানুষ। তার পরও ওই যুবনেতার অশ্লীল মন্তব্য থামেনি। গোটা ঘটনা ভিডিও করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিও করা হচ্ছে দেখেই দৌড় দেয় বিজেপির ওই যুব মোর্চার নেতা। যা নিয়ে উঠেছে নিন্দার ঝড়। ঘটনা বোলপুর পুরসভা এলাকার

এই সেই গুণধর বিজেপি নেতা।

খাসপাড়ার। অভিযুক্ত বিজেপির মণ্ডলের যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব সাহা। ভাইরাল-হওয়া ওই ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, নিজের প্রভাব খাটিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে গুণধর ওই যুব নেতা। রেয়াত করা হচ্ছে না মহিলাদেরও। চলছে লাগামছাড়া কটূক্তি। দিনের পর দিন এমনটাই সহ্য করছেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, সরকারের পালাবদলের পর বিজেপির এই চার আনার নেতাদের দৌরাত্ম্য আরও বেড়েছে। জেলার বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। জনগণ বিক্ষোভ দেখালেও থামেনি বিজেপি-র ওই যুবনেতার হম্বিতম্বি। তখনই গোটা ঘটনার ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ওই ভিডিও। বিজেপির মণ্ডলের যুব মোর্চার এই আচরণ নিয়ে চারদিকে উঠেছে নিন্দার ঝড়। প্রশ্ন উঠছে, দলের চার আনার নেতাদের এই দাদাগিরি কি নেতৃত্বের নজরে পড়ছে না? যদিও এ নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব মুখে কুলুপ এঁটেছে।

কোথায় নারী নিরাপত্তা?
শিলিগুড়িতে যুবতীর শ্লীলতাহানি প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ

প্রতিবেদন: রাজ্যে তলানিতে নারী নিরাপত্তা। বেটি বাঁচাওয়ের বুলি আওড়ানো সরকার নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন আসছে শ্লীলতাহানি, নারী নির্যাতনের খবর। এবার ঘটনাস্থল শিলিগুড়ি। দীর্ঘদিন ধরে এক যুবতীকে উত্ত্যক্ত করা, শ্লীলতাহানি এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে রশিত চন্দ্র রায় নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। অবশেষে তাকে গ্রেফতার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ । ধৃত যুবক শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের রায় কলোনির বাসিন্দা। এলাকারই এক যুবতী রবিবার ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে যুবতী জানান, গত কয়েক মাস ধরেই অভিযুক্ত যুবক তাঁকে রাস্তা-ঘাটে ও বিভিন্ন চৌমাথায় অকারণে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। রবিবার পথ আটকে ওই যুবতীর শ্লীলতাহানি করা হয়। যুবতী এর প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়া, তৈরি কর্মসূচি

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করা ককরোচ জনতা পার্টিকে সমর্থন জানিয়েছে জোট শরিকের একাধিক দল। সোমবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে সেই যুবসমাজকে সমর্থন করেই ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের ইস্যুকে সামনে আনতে চলেছে ইন্ডিয়া জোট। খাড়্গের সংযোজন দেশের বর্তমান আর্থিক সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি ইস্যুতে দ্রুত কেন্দ্রের সরকারের কাছে সর্বদল বৈঠকের দাবি জানাতে চলেছে ইন্ডিয়া জোট। জোটের নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে প্রতি দুমাস অন্তর বৈঠক হবে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। আগামী বৈঠক হবে অগাস্ট মাসে হায়দরাবাদে ঘোষণা করেন খাড়্গে। সেই সঙ্গে আসন্ন সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রতিদিন সকালে সংসদের অধিবেশনের আগে বিরোধী দলনেতার দফতরে বৈঠক হবে।

প্রশাসনকে জানিয়েও তৈরি হয়নি রাস্তা
ক্ষুব্ধ গোয়ালপোখরবাসী করলেন সংস্কার

বাসিন্দারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে তৈরি করছেন রাস্তা।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার জন্যে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু রাস্তা তৈরি না হওয়ায় যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তেন গ্রামবাসীরা। অবশেষে নিজেদের উদ্যোগে রাস্তায় মাটি ফেলে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন তাঁরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ২ ব্লকের নিজামপুর ২ পঞ্চায়েতের গৌরীপুর কঠিটোলা গ্রামে বসবাস প্রায় ৩০০ পরিবারের। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত গ্রামবাসীদের পাশাপাশি স্থানীয় প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। বেহাল রাস্তার কারণে বর্ষায় যাতায়াত করতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হত স্থানীয় বাসিন্দাদের। এনিয়ে বহুবার ব্লক প্রশাসনের কাছে আবেদন করলেও রাস্তা তৈরিতে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে গ্রামবাসীরা এদিন নিজেরাই মাটি ফেলে রাস্তা সংস্কারে এগিয়ে আসেন। এই সমস্যা সমাধানে খুশি গ্রামবাসীরাও।

উন্নয়নের নামে যথেচ্ছ জমি অধিগ্রহণ

(প্রথম পাতার পর)

শিল্প ও পরিকাঠামো প্রকল্পের নামে বৃহৎ জমি ভাণ্ডার তৈরির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দীর্ঘদিন ধরেই আগ্রহী। নতুন এই অনলাইন মূল্যায়ন ব্যবস্থা সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেরই আরেকটি ধাপ হতে পারে। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত মূল্য নির্ধারণ ও প্রশাসনিক অনুমোদনের আড়ালে কৃষক ও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। প্রশ্ন উঠছে, উন্নয়নের গতি বাড়ানোর নামে কি জমির মালিকদের অধিকার ও অংশগ্রহণকে খর্ব করা হচ্ছে? নাকি স্বচ্ছতার আড়ালে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে? নতুন ব্যবস্থাকে ঘিরে এই বিতর্ক আগামী দিনে আরও তীব্র হতে চলেছে।

শ্রমিক সন্তানদের জন্য স্কুলবাস দিয়েছিল তৃণমূল, সংখ্যা কমাল বিজেপি

প্রতিবেদন: প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে লরিতে করে স্কুলে যেতে হত চা-বাগানের শ্রমিক সন্তানদের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ গত জানুয়ারি মাসে তিনটি বাস চালু হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরই পড়ুয়াদের এই সুবিধা সমস্যায় বদলে গেল! বাস চালু হওয়ার ছ'মাসের মধ্যেই কমে গেল বাসের সংখ্যা। তিন থেকে হয়েছে দুই। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন পড়ুয়া। মাত্র দু'টি বাসে চা-বাগানের পড়ুয়াদের কোনওরকমে ঠ্যালাঠেলি করে স্কুলে যেতে হচ্ছ। নাগরাকাটার বামনডাঙা-টন্ডু চা-বাগানের এমনই ছবি ধরা পড়ছে। ১ তারিখ থেকে স্কুল খুলতেই পালা করে যাতায়াত শুরু করেছে পড়ুয়ারা। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা স্কুলে যাচ্ছে সোম থেকে বুধবার। অন্যদিকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির যাওয়ার দিন বৃহস্পতি থেকে শনি। তাও বেশিরভাগই দাঁড়িয়ে ঠাসাঠাসি করে। পাদানিতে ঝুলে যাওয়ার দৃশ্যেরও অমিল নেই। বাস পরিষেবা শুরুর পরও এমন হাল কেন এই প্রশ্নে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে পড়ুয়া সহ অভিভাবক মহলে। সম্প্রতি ছাত্রছাত্রীরা ফের পর্যাপ্ত সংখ্যক

সমস্যায় পড়ুয়ারা

বাসের দাবিতে ব্লক প্রশাসনের কাছে দরবারও করে এসেছে। প্রসঙ্গত, তৃণমূল সরকারে থাকাকালীন ডুয়ার্সের বেশ কিছু প্রত্যন্ত চা বাগানে শিশু সাথী নামে স্কুল বাস পরিষেবা চালু হয়। টি ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে কাজটি হচ্ছিল। বামনডাঙ্গা-টন্ডু গোটা ডুয়ার্সের নিরিখে অন্যতম প্রত্যন্ত বাগান

এভাবেই কষ্ট করে স্কুলে যেতে হচ্ছে পড়ুয়াদের।

হিসেবে পরিচিত। প্রতিদিন মূল ডিভিশন বামনডাঙা থেকে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা আসে সাত কিলোমিটার দূরের টন্ডু ডিভিশনের উচ্চপ্রাথমিক স্কুলে। সেখান থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়ারা যায় ১৮- ২৫ কিলোমিটার দূরের নাগরাকাটা, লুকসান, চম্পাগুড়ির বিভিন্ন হাইস্কুলে। জায়গা না পেয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যও তৈরি হচ্ছে। শুক্রবার বামনডাঙা থেকে ছেড়ে আসা বাস আগে থেকেই ভর্তি হয়ে থাকায় টন্ডু ডিভিশনের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই আর ওঠা সম্ভব হয়নি। ক্ষোভে বাসটিকে আটকেও দেওয়া হয়। পরে দু'শিফটে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে সেদিনের মতো সমস্যা মেটানো হয়। যদিও ওই ব্যবস্থা রোজ যে হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

আজ থেকে দিল্লিতে শুরু হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবাহিনীর শীর্ষ বৈঠক। সোমবারই দিল্লি পৌঁছে গেলেন বাংলাদেশি বাহিনীর প্রধান মহঃ আশরাফুজ্জামানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলেন সদস্যরা

সৌদি থেকে ইরানে অর্থসাহায্য দুই ভাইয়ের

পুলিশ আটক করার পর থেকে নিখোঁজ উত্তরপ্রদেশের ২ যুবক

নয়াদিল্লি: সৌদি আরবের মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানের প্রতি সংহতি জানানোয় দুই ভারতীয় যুবককে আটক করেছিল সেদেশের পুলিশ। সৌদি আরব থেকে ইরানের দূতাবাসে টাকা পাঠিয়েছিলেন তাঁরা। জানতে পেরে তাদের ভাড়া বাড়িতে হানা দিয়ে তাদের তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। তারপর থেকেই আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তাঁদের। সৌদির পুলিশ তাঁদের কোথায় নিয়ে গিয়েছে, কোথায় রেখেছে বা কী করেছে, জানা যাচ্ছে না কিছুই। নিখোঁজ ২ যুবক সম্পর্কে দাদা-ভাই। নাম মহঃ জাফর এবং মহঃ রহিব। বাড়ি উত্তরপ্রদেশে।

ভারতীয়দের দ্রুত ইরান ছাড়তে বলল নয়াদিল্লি

জাফরের পরিবারের অভিযোগ, গত ২৭ মার্চ এবং ৩০ মার্চ-একে একে দুই ভাইকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সৌদি আরবের পুলিশ। তারপরে প্রায় ৩ মাস ধরে কোনও খবর পাওয়া যায়নি তাঁদের। জাফরের অসুস্থ বাবা হাসান আব্বাস এক ভিডিও বার্তায় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন ছেলেদের উদ্ধার করতে। এদিকে সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে অবিলম্বে সে-দেশ ছাড়তে বলল ভারত সরকার। ইজরায়েলের সঙ্গে নতুন করে ইরানের সংঘাত শুরু হওয়ার পরেই এব্যাপারে জরুরি বিবৃতি জারি করেছে নয়াদিল্লি। ভারতীয় নাগরিকদের শুধুমাত্র দেশ ছাড়তে বলা হয়নি, যাঁরা ইরানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন বা করেছিলেন, তাঁদেরও তা বাতিল করতে বলেছে নয়াদিল্লি। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির উপরে কড়া নজর রাখছে ভারত।

লক্ষণীয়, রবিবার থেকে আবার ইরান-ইজরায়েল সংঘাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পশ্চিম এশিয়া। রবিবার ইজরায়েলে অন্তত ১০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে ইরান। অভিযোগ অন্তত সেটাই। এরপরেই সোমবার পাল্টা জবাব দেয় ইজরায়েল। ট্রাম্পের অনুরোধে কান না দিয়েই। সোমবার সকালেই তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস বিবৃতি জারি করে বলে, সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে আগের পরামর্শই বহাল রাখছে দূতাবাস। সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে এখন ইরানে না আসার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যেসব ভারতীয় এখনও ইরানে আছেন, যে কোনওভাবে আগে দেশ ছাড়ুন তাঁরা।

এদিকে ইরানের প্রতি সংহতি জানাতে গিয়ে সৌদিতে পুলিশের হাতে উত্তরপ্রদেশের দুই যুবক আটক এবং নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ জাফরের বাড়ি আমরোহ জেলার নওগাঁওতে। ৫ বছর আগে কাজের খোঁজে পাড়ি দিয়েছিলেন সৌদি আরবে। দাম্মানের একটি দোকানে কাজ পেয়েছিলেন তিনি। পরে ছোটভাই রহিবকেও নিয়ে যান সেখানে।

বিশাখাপত্তনমের ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনা

উত্তপ্ত গলানো লোহা ছিটকে মৃত ৯ শ্রমিক

বিশাখাপত্তনম : ইস্পাত কারখানায় গলানো তরল লোহা ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল অন্তত ৯ শ্রমিকের । ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার সাক্ষী হল অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকাপল্লি জেলার বিশাখাপত্তনম ইস্পাত কারখানা। সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ স্টিল মেল্টিং শপ সেকশনে তখন কন্টিনিউইয়াস কাস্টিং ডিপার্টমেন্টের কাজ চলছিল। একটি বিশাল ক্রেনের সাহায্যে বড় বালতিতে করে অতি উত্তপ্ত গলিত লোহা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। তাপমাত্রা ছিল ১৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় বালতি। নীচে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। তাঁদের উপরেই পড়ে উত্তপ্ত তরল লোহা। আগুন লেগে যায় চারদিকে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন শ্রমিকরা। বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। অনেক শ্রমিককে সংকটজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। প্রথমে অবশ্য মনে করা হয়েছিল, একটি ল্যাডেল থেকে লিকেজের ফলে এই

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিমেষের মধ্যেই গলিত লোহা ছড়িয়ে পড়ে এবং আগুন ধরে যায়। ঘটনার সময় প্রায় ২০ জন শ্রমিক ডিউটিতে ছিলেন। যদিও তাঁদের বেশিরভাগই আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন।

মৃত ব্যক্তিরা চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিলেন নাকি স্থায়ী কর্মচারী, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। দ্রুত উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার পরপরই উদ্ধারকারী দল ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং অগ্নিনির্বাপণ অভিযান শুরু করেন। আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে এবং এই মর্মান্তিক ঘটনায় কোনও নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি জড়িত ছিল কি না, তা নিশ্চিত করতে বিস্তারিত তদন্ত হবে বলে জানা গিয়েছে।

কুরুক্ষেত্রে লাইনচ্যুত মালগাড়ি

শুধু যাত্রীবাহী ট্রেনই নয়, মালগাড়ির সুরক্ষার ক্ষেত্রেও কতটা উদাসীন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন রেল কর্তৃপক্ষ, তার আবার প্রমাণ মিলল হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে। স্টেশনের কাছেই লাইনচ্যুত হল ধন্দগামী ওয়াগনের ৩টি কামরা। এই দুর্ঘটনার ফলে রেলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হল ব্যাপকভাবে। কোনও প্রাণহানির খবর না পাওয়া গেলেও, কুরুক্ষেত্র স্টেশনের খুব কাছেই এই দুর্ঘটনা যে কোনও মুহূর্তেই ডেকে আনতে পারত বড় ধরনের বিপদ।

টুকলি করতে গিয়ে ধরা পড়ল ছেলে, তাণ্ডব পুলিশের

দেরাদুন: এই হল বিজেপি শাসিত রাজ্যের পুলিশের আসল চেহারা। কলেজের পরীক্ষায় টুকলি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ছেলে। তাঁর কুকীর্তি ঢাকতে কলেজে ঢুকে তাণ্ডব চালাল পুলিশ অফিসার বাবা। ব্যাপক মারধর করল শিক্ষকদের। সেইসঙ্গে চালাল ভাঙচুর। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে। পিথুওয়ালার সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। টুকলি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ফাইনাল ইয়ারের কবির কান্দোয়াল। ধরা পড়ে সে হুমকি দেয়, আমার বাবা পুলিশ অফিসার। দিনকয়েক আগে সদলবলে কলেজে ঢোকে ওই পুলিশ অফিসার মহেশ কান্দোয়াল। বেধড়ক মারধর করে শিক্ষকদের। অভিযোগ করে শিক্ষকরা নাকি টুকলির পরিবেশ তৈরি করেছেন কলেজে।

করের টাকায় বিধায়ক-সাংসদ বেচাকেনা

বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া তোপ সাকেতের

বেঙ্গালুরু: বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদের। সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থে কেনা হচ্ছে সাংসদ এবং বিধায়কদের। কর বাবদ দেওয়া মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ চুরি করছে বিজেপি। বিশ্বাসঘাতক সাংসদ এবং বিধায়করা কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন। সোমবার এই ভাষাতেই বিশ্বাসঘাতক জনপ্রতিনিধিদের কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভার সদস্য সাকেত গোখেল। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, আপনি কি ভাবছেন যে নিজের সেভিং অ্যাকাউন্ট থেকে এই টাকা দিচ্ছেন অমিত শাহ? সংবাদ মাধ্যমের একাংশের দিকেও আঙুল তুলেছেন সাকেত গোখেল। তাঁর কথায়, অদ্ভুত বিষয়, একে চাণক্যনীতি বলে অভিহিত করছে কিছু সংবাদ মাধ্যম। সাকেতের প্রশ্ন, আর কতদিন মানুষ নীরবে করে এই উপহাস সহ্য করবেন?

অনলাইন গেমে বাধা পেয়ে বাবা-দিদিকে কুপিয়ে খুন নাবালকের

বেঙ্গালুরু: অনলাইন গেমের নেশা নাবালকদের উপরেও কী ভয়ঙ্করভাবে চেপে বসেছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কর্নাটকের কোপ্পাল জেলার একটি ঘটনা। অনলাইন গেমিংয়ের চক্কর থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছিল বলে ছুরি নিয়ে বাবা-মা আর দিদির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাই ভেঙ্কট মণিদীপ নামে এক নাবালক। তারপরে চেষ্টা করল নিজেকেও শেষ করে ফেলতে। ভয়াবহ এই ঘটনায় স্তম্ভিত সভ্যসমাজ। নাবালকের ছুরির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন তার বাবা এবং দিদি। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন ভেঙ্কটের মা। পুলিশিসূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হোসা অযোধ্যা গ্রামে। নিহত বাবার নাম ভেঙ্কট নাইডু (৪৫)। দিদির নাম প্রগতি(১৯)। বাবা একটি বেসরকারি স্কুলে রাঁধুনির কাজ করতেন। মা সৌজন্যার সঙ্গেই বল্লারির ভিআইএমএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভেঙ্কট। রাতে খেয়েদেয়ে বাড়ির সকলে শুতে যাওয়ার পরেই এই কাণ্ড ঘটিয়ে বসে নাবালক।

বিক্ষোভে জ্বলছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)। আলোচনায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতার অভিযোগে পাক সরকারের দিকে তোপ দেগে বনধ এবং বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক দিয়েছে স্থানীয় যৌথ আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি। পুলিশের গুলিতে স্থানীয় এক নেতার মৃত্যুর পর পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ

অযোধ্যার রাম মন্দিরের কোটি কোটি টাকার অনুদান গায়েব, বিস্ফোরক অভিযোগ অখিলেশের

যোগী সরকারের নীরবতা ঘিরে বাড়ছে সন্দেহ

নয়াদিল্লি ও লখনউ: অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া অনুদানের কোটি কোটি টাকা গায়েব হয়ে গেছে বলে মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন সমাজবাদী পার্টির (এসপি) প্রধান অখিলেশ যাদব। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর তোলা এই বিস্ফোরক অভিযোগে দেশ জুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এমনকী, অখিলেশের এই গুরুতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে মন্দির পরিচালনাকারী ট্রাস্টের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বর্তমানে সেখানে একটি অডিট বা হিসাব-নিরীক্ষার কাজ চলছে।

রাম মন্দিরের বিপুল অনুদান গায়েব হওয়ার অভিযোগ সরাসরি খারিজ না করে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দেওয়া দায়সারা বিবৃতি পরিস্থিতি শান্ত করার পরিবর্তে বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে। একই সাথে, কেন্দ্র ও রাজ্যের ভূমিকা ঘিরেও সন্দেহ দানা বাধছে। উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের রহস্যজনক নীরবতা এই গুরুতর অভিযোগ নিয়ে জনমনে আরও বেশি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এবং পুরো ঘটনার একটি সুষ্ঠু তদন্তের দাবি সর্বস্তরে জোরালো হচ্ছে। রবিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ একটি পোস্ট করে অখিলেশ যাদব দাবি করেন, রাম মন্দিরে নিবেদিত কোটি কোটি টাকার প্রণামী বা অনুদান গায়েব হওয়ার খবর সামনে এসেছে। পুরো বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে সনাতন সমাজের ভগবান রামের প্রতি যে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে, এই ঘটনাটি সরাসরি তার সাথে জড়িত। অখিলেশ এই বিষয়ে আদালতকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানান। সেই সাথে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের এই বিষয়ে বজায় রাখা 'নীরবতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি একে অত্যন্ত 'সন্দেহজনক' বলে আখ্যা দেন।

অখিলেশের এই কড়া আক্রমণের পর 'শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) নেতা চম্পত রাই একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে জবাব দেন। তিনি জানান যে, ট্রাস্টের বিভিন্ন কাজের নিয়মিত অভ্যন্তরীণ অডিট বা হিসাব নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে এবং বর্তমানেও তেমনই একটি প্রক্রিয়া চলছে। হুণ্ডি বা দানবাক্স গণনা কক্ষের এই অডিটটি ট্রাস্টের কর্মকর্তা এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর কর্মচারীরা যৌথভাবে করছেন। তবে এই চলমান প্রক্রিয়াতে এখনও পর্যন্ত তেমন বিশেষ কিছু বা আপত্তিকর কিছু নজরে আসেনি বলে দাবি

করেন তিনি। চম্পত রাইয়ের এই সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় সন্তুষ্ট নন সমাজবাদী পার্টির প্রধান। পাল্টা তোপ দেগে অখিলেশ বলেন, চম্পত রাইয়ের 'স্পষ্টতার বার্তাটাই আসলে নিজেই অস্পষ্ট।' তিনি চম্পত রাইয়ের এই মৌখিক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিকে সন্দেহজনক বলে অভিহিত করেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ট্রাস্ট সম্ভবত এই ধরনের অনিয়মের অভিযোগকে এতটাই সাধারণ মনে করে যে তারা কোটি কোটি টাকা গায়েব হওয়ার বিষয়টিকে 'বিশেষ কিছু' বা উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছে না। অখিলেশ যাদবের দাবি, ট্রাস্টের কোনও একজন মাত্র ব্যক্তির কথায় এই বিভ্রান্তি দূর হবে না, বরং ট্রাস্টের সমস্ত সদস্যকে একসাথে বসে যৌথভাবে এর জবাব দেওয়া উচিত। তিনি আর্থিক গরমিল বা কারচুপির এই সন্দেহ দূর করতে এবং প্রাপ্ত অনুদানের প্রকৃত অঙ্কের সত্যতা যাচাই করতে সিসিটিভি ফুটেজের প্রমাণ ব্যবহারের দাবি জানান। ইতিমধ্যেই স্থানীয় বেশ কিছু হিন্দি সংবাদপত্রে ট্রাস্টের কোনও এক কর্মচারীর আর্থিক অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার খবর প্রকাশিত হলেও তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এই আবহে সমাজবাদী পার্টির নেতা তথা অযোধ্যার প্রাক্তন বিধায়ক পবন পাণ্ডে দাবি তুলেছেন যে, ট্রাস্টের উচিত হয় এই ঘটনার বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করা, না হলে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে খণ্ডন করা। তবে রাম জন্মভূমি থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা অভিমন্যু শুক্লা জানান, মন্দির অনুদান বা ট্রাস্টের কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য এখনও পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোনও লিখিত আবেদন বা অভিযোগ জমা পড়েনি। পুরো বিষয়টি নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং তাঁর সরকার সম্পূর্ণ সরকারি নীরবতা বজায় রেখেছেন। তবে বিজেপির যে কয়েকজন নেতা গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁরা মূলত বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। জলৌনে উত্তরপ্রদেশ বিজেপি সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি অত্যন্ত দায়সারাভাবে বলেন, এটি সরকারের কোনও বিষয় নয়, প্রশাসন এই বিষয়ে জবাব দেবে। অন্যদিকে প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ দীনেশ শর্মা এটিকে হিন্দুদের অনুভূতিতে আঘাত করার চেষ্টা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তথ্য যাচাই না করে এমন অভিযোগ করা ঠিক নয় এবং ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রবীণ নেতা ইন্দ্রেশ কুমারও অখিলেশের এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সোমবার সকালে একটি হিন্দি নিউজ চ্যানেল প্রথমে দাবি করে যে চারজন মন্দির কর্মীকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং একজনের অ্যাকাউন্ট থেকে ৫ লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে, তবে দিনের শেষের দিকে পুলিশ সূত্রের বক্তব্য উল্লেখ করে তারা নিজেরাই আবার এই ধরনের আটকের খবর অস্বীকার করে। ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য মহন্ত দিনেন্দ্র দাস অবশ্য কোনও অনিয়মের কথা সরাসরি স্বীকার না করলেও তদন্তের পথ খোলা রেখে বলেছেন, যদি কেউ এই বিষয়ে কোনও ভুল বা অন্যায় করে থাকে, তবে ভগবান রাম নিজেই তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

ওমান উপকূলে খালি তেলের ট্যাংকারে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড

২৪ ভারতীয় নাবিকের সুরক্ষায় হাই-অ্যালার্ট

নয়াদিল্লি: সোমবার ওমান উপকূলের কাছে একটি তেলের ট্যাংকারে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ওই ট্যাংকারটিতে ২৪ জন ভারতীয় নাবিক ও ক্রু সদস্য ছিলেন। এই ঘটনার পরপরই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জাহাজে থাকা সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের উদ্ধার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারতের বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, মাদাগাস্কারের পতাকাবাহী 'এমটি মারিভেক্স' নামের ওই তেল ট্যাংকারটিতে স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টা নাগাদ আগুন লাগার খবর মেলে। তবে স্বস্তির বিষয় হল, ট্যাংকারে থাকা ২৪ জন ভারতীয় নাবিকের সকলেই বর্তমানে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অক্ষত রয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ওপেশ কুমার শর্মা এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য নিশ্চিত করে জানান যে, দুর্ঘটনার সময় জাহাজটিতে কোনও ধরনের পণ্য বা তেল পরিবহণ করা হচ্ছিল না, এটি সম্পূর্ণ খালি অবস্থায় ছিল।

নাবিকদের বর্তমান পরিস্থিতি ও উদ্ধারকাজ সম্পর্কে আপডেট দিয়ে ওপেশ কুমার শর্মা বলেন, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী জাহাজে থাকা সমস্ত ভারতীয় নাবিক এই মুহূর্তে সুরক্ষিত আছেন। তাঁদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা ভারতের বিদেশ মন্ত্রক, বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস, ভারতীয় নৌবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করে চলেছি। জাহাজটির গতিবিধি ট্র্যাকিং ডেটা অনুযায়ী, এটি ভারতের কারওয়ার থেকে ওমানের দুকম বন্দরের দিকে যাচ্ছিল এবং দুর্ঘটনার সময় ওমানের মাস্কাটের দক্ষিণে ও হরমুজ প্রণালী থেকে বেশ কিছুটা দূরে পূর্ব উপকূলের নিরাপদ জলসীমায় নোঙর করা ছিল। ট্যাংকারটিতে ঠিক কী কারণে আগুন লেগেছে, তা কর্তৃপক্ষ এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি। তবে এই অঞ্চলে ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে নতুন করে শুরু হওয়া তীব্র সামরিক সংঘাতের আবহে এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে, ওমান বন্দরের দিকে যাওয়ার সময় জাহাজটি থেকে একটি

জরুরি বিপদসংকেত পাঠানো হয়েছিল এবং এটি কোনও ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন হামলার শিকার হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওপেশ কুমার শর্মা জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের আসল কারণ উদ্ঘাটনে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ামাত্রই তা সবার সাথে ভাগ করে নেওয়া হবে। বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম ব্যস্ত এবং পারস্য উপসাগরের সাথে আন্তর্জাতিক বাজারের সংযোগকারী এই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক রুটটিতে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা নিয়ে এমনিতেই গভীর উদ্বেগ রয়েছে। তার ওপর এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি এই অঞ্চলের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও ভারতীয় ক্রু-দের সুরক্ষার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় নিয়ে এসেছে।

ট্রাম্পকে অগ্রাহ্য নেতানিয়াহুর

ওয়াশিংটন ও তেল আভিভ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তেহরানের সাথে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছনোর দাবি এবং ইজরায়েলকে কোনো ধরনের সামরিক পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া অনুরোধ সত্ত্বেও, সোমবার ভোরে ইরানি সামরিক ঘাঁটিতে বিধ্বংসী বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী।

ইরানে ইজরায়েলি বিমান হামলা

রবিবার রাতে লেবাননে আক্রমণের প্রতিবাদে ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। তার জবাব দিতে ট্রাম্পের কূটনৈতিক কৌশলকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এদিন তেহরানে হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। ইজরায়েলের এই আকস্মিক প্রত্যাঘাত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে পুনরায় একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। সেইসাথে নেতানিয়াহুর উপর ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণের দাবিকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। গত ৮ এপ্রিল সাময়িক যুদ্ধবিরতির পর দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের মধ্যে এটিই প্রথম সরাসরি এবং সবচেয়ে মারাত্মক মুখোমুখি সংঘাতের ঘটনা। সোমবার সকাল থেকে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যায় এবং ইজরায়েলি বাহিনীর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে যে, ইরান থেকে তৃতীয় দফায় নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। এর আগে সোমবার সকালেই ইজরায়েল দাবি করে, তারা ইরানের মাহশাহর এলাকায় অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পেট্রোকেমিক্যাল কারখানায় নিখুঁত নিশানা লাগিয়ে বড়সড় আঘাত হেনেছে। এই উত্তেজনার পারদ আরও বাড়িয়ে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরাও ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার দাবি করেছে এবং লোহিত সাগরে ইজরায়েলি জাহাজের যাতায়াতের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। হুথিদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, লোহিত সাগরে ইজরায়েলি নৌ চলাচলের ওপর তারা সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করছে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্লাস্টিক দূষণ জীবজগৎ তথা বন্যপ্রাণীর মারাত্মক ক্ষতি করে। তাই যত্রতত্র প্লাস্টিক না ফেলে তা রিসাইকেল করা খুব জরুরি সেই সঙ্গে জরুরি বনভূমি, জলাভূমি ও অভয়ারণ্য রক্ষা করা

বিপন্ন বাঘরোল

বাঘ নয়, বাঘরোল আর তাতেই যত বিপত্তি। বাঘের শাবক ভেবে মানুষের দ্বারা ক্রমাগত আক্রান্ত হয়। মেরেও ফেলা হয়। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে বিপন্ন পৃথিবীর এই প্রাকৃতিক সম্পদ বাঘরোল যার আর-এক নাম 'মেছো বিড়াল'। এই নিয়ে আজকের জাগোবাংলার প্রতিবেদন

সে বাঘ নয়, বাঘরোল। আসলে গড়নের দিক থেকে বাঘের রোল প্লে করে। চেহারায় অবিকল বনের রাজা গায়ে বড় বড় কালো ডোরাকাটা! আবার বাঘের চামড়ার মতোই হলুদ, ধূসর রং! বাঘের মতো দেখতে তাই এই সম্মান তো তার প্রাপ্যই! আবার এর জন্যেই তাদের ঘোর বিপদ। তবে সে মোটেও মাংসাশী নয় বরং ভেতো বাঙালির মতোই খানিকটা মাছপ্রেমী তাই তার নাম 'মেছো বিড়াল', কেউ কেউ বলে 'মেছো বাঘ'। আদতে ফিশিং ক্যাট। ঠিক ভাত ছাড়া বাঙালির যেমন চলে না তেমনই মাছ ছাড়া মোটে চলে না মেছো বিড়ালের।

বিড়াল পরিবারেরই সদস্য

বিড়াল পরিবারভুক্ত হলেও গৃহপালিত বিড়াল আর মেছো বিড়াল এক প্রজাতি নয়। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতি। বিড়াল গোত্রের প্রাওনাইলুরাস প্রজাতির মাঝারি আকৃতির বন বিড়াল যার বৈজ্ঞানিক নাম প্রাওনাইলুরাস ভাইভেরিনাস(Prionailurus viverrinus) আর ইংরেজিতে (Fishing Cat)। পৃথিবীতে পাওয়া যায় এমন ৪০টি প্রজাতির বিড়ালের মধ্যে মাত্র দু'টি প্রজাতি জলজ বাস্তুতন্ত্রে বসবাসের জন্য অভিযোজিত হয়েছে, যার একটি এই ফিশিং-ক্যাট। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে ভারতের তরাই অঞ্চল, রাজস্থানের ভরতপুর, ওড়িশার চিলিকা হ্রদ অঞ্চল, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর প্লাবনভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল, দক্ষিণ ভারতের মহানদী, গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর প্লাবনভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল, সুন্দরবন এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জলাভূমিতে এদের দেখা মেলে। হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বেশ কিছু জনবসতি সংলগ্ন এলাকাতেও রয়েছে কতিপয়। এছাড়া নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ার নির্দিষ্ট অঞ্চলে এদের বাস। ভারতে এদের আদর্শ আবাসস্থল হল সুন্দরবন, নদী তীরবর্তী অঞ্চল, ম্যানগ্রোভের গহণ অরণ্য, বাদাবন, নলখাগড়ার বন, ধানখেত সংলগ্ন বনভূমি, বিশেষত গাছপালায় ঘেরা ঘন জঙ্গল।

কেন বিপন্ন মেছো বেড়াল

কৃষি সম্প্রসারণ এবং নগরায়ণের ফলে এদের আবাসস্থল কমছে বহুদিন ধরেই। তথ্য বলছে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চেয়েও অনেক বেশি বিপন্ন প্রাণী মেছো বেড়াল। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং সুন্দরবনে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের পরিণতি, ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমকে এক বড় বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছে, যার ফলে মাছ ধরা বিড়ালের জন্য উপযুক্ত আবাসস্থল দিনে দিনে কমছে। শীতকালে জলাভূমি শুকিয়ে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে মাছের আকাল এবং খাদ্য সংকটের ফলে খাবারের খোঁজে এরা জনপদে হাঁস-মুরগির খামারে ঢোকে এবং মানুষের মুখোমুখি হয়। যা তাদের কাছে অলিখিত হুমকি। মেছো বিড়াল নিয়ে এখনও এতটাই কুসংস্কার রয়েছে যে মানুষ এদের বাঘের বাচ্চা মনে করে এবং পিটিয়ে মেরেও ফেলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির ফলে এই বনাঞ্চলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এদের প্রজনন ও বসবাসের জায়গা কমে যায়। জলাভূমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে সেই অঞ্চলের মাছ বা অন্যান্য শিকার বিষাক্ত হয়ে পড়ে, যা মেছো বিড়ালের স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (IUCN) এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির রেড লিস্টে মেছো বিড়ালকে রাখা হয়েছে অর্থাৎ এই প্রাণী সবচেয়ে বিপন্ন প্রজাতিগুলোর মধ্যে একটি।

প্রজনন ও জীবনচক্র

মেছো বিড়াল নিশাচর। দিনের বেলায় এরা ঘন ঝোপ, গাছের চওড়া ডালে অথবা গর্তে ঘুমিয়ে কাটায়। সূর্য ডোবার পরেই সাধারণত শিকারে বের হয়। জলের ধারে ঝোপ অথবা কচুরিপানার ভেতরে এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে ঘাপটি মেরে থাকে শিকারের জন্য। সুযোগ বুঝে থাবা দিয়ে মাছ ধরে। জলের নিচে ডুব দিয়ে মাছ ধরাতেও এরা বেশ পটু। এদের পায়ের পাতায় আংশিক জালিকা (Webbing) রয়েছে, যা জলে দক্ষতার সঙ্গে সাঁতার কাটতে সাহায্য করে। মেছো বিড়ালের শরীর ঘন, পুরু লোমে আবৃত। পুরুষ মেছো বিড়াল আকারে স্ত্রী মেছো বিড়ালের চেয়ে বড় হয়। লেজ-সহ লম্বায় সাড়ে তিন ফুট। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ওজন ৮ থেকে ১৪ কেজি। স্ত্রী মেছো বিড়াল সামান্য ছোট হলেও ওজন প্রায় ৫-৯ কেজি। এদের গায়ের রং ধূসর, সঙ্গে বাদামি আভা এবং পেটের নিচের রং সাদাটে। পুরো শরীর জুড়ে ডোরাকাটা কালো দাগ থাকে। চোখের ওপরে কপাল থেকে কানের দিকে কালো দুটি রেখা উঠে গেছে। গাল দুটি হালকা সাদাটে হয়। এক পলকে দেখলে বাঘের শাবক মনে হবেই। স্ত্রী মেছো বিড়াল এক বিশেষ ডাক ও এক প্রকার সুগন্ধীর মাধ্যমে পুরুষ মেছো বিড়ালকে আকর্ষণ করে। স্ত্রী বিড়াল প্রায় ৬০ থেকে ৭০ দিন গর্ভধারণের পর এক থেকে চারটি বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চারা জন্মের নয় মাস পর্যন্ত মায়ের সঙ্গেই থাকে। ন'মাস থেকে এরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়ে যায়।

কেন সংরক্ষণ জরুরি

মেছো বিড়াল প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাণীজগতে খাদ্যশৃঙ্খলা রক্ষায় এদের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে মাছ, উভচর ও ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখে। এরা জলাভূমির মরা মাছ এবং অসুস্থ প্রাণী খেয়ে অন্যান্য মাছ-সহ উভচর, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে রোগের সংক্রমণ রোধ করে। এদের উপস্থিতি কোনও অঞ্চলের জলাভূমির স্বাস্থ্যকর অবস্থা নির্দেশ করে। মেছো বিড়াল অনেক সময় খেতের ইঁদুর ও সাপ-সহ ক্ষতিকর প্রাণী শিকার করে মানুষের উপকার করে। সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যদি কৃষি জলাভূমিতে 'wildlife-friendly farming' বা বন্যপ্রাণীবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি চালু করা যায়— যেখানে জলাভূমির একটি অংশ প্রাকৃতিক অবস্থায় রাখা হয়, তাহলে এই প্রজাতির টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়তে পারে। এছাড়া মানুষের মধ্যে বাড়াতে হবে সচেতনতাও। কুসংস্কারের মুক্তি এবং হত্যা বন্ধ না হলে এই নিরীহ প্রাণীটি হয়তো একদিন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস টেস্ট দিতে এলেন রোহিত শর্মা

আড়াই দিনে ইনিংস জয়

অভিষেকেই ম্যাচের সেরা মানব

মানবের কাঁধে ঋষভের হাত। সোমবার নিউ চণ্ডীগড় টেস্টে।

নিউ চণ্ডীগড়, ৮ জুন : বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম থেকে মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। মাঝখানে আটটি বছর। দেখা গেল ক্রিকেট থেমে আছে এক জায়গাতেই।

অন্তত ভারত-আফগানিস্তান ক্রিকেটের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তাই। আট বছরে আফগানিস্তান সাদা বলের ক্রিকেটে পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে। কিন্তু লাল বলের ক্রিকেট যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে। ২০১৮-তে তারা প্রথম টেস্ট খেলেছিল ভারতের বিরুদ্ধে। ভারত জিতেছিল ইনিংস ও ২৬২ রানে। সোমবার ভারত জিতল ইনিংস ও ৩০০ রানে। ভারত প্রথম ইনিংসে ৫৬৪-৮ তুলে ডিক্লেয়ার করে দেওয়ার পর আফগানিস্তান দুই ইনিংসে করেছে ১৫২ ও ১১২। মাঝখানে ফলো অনও করেছে তারা।

আফগানিস্তান এদিন প্রথম ইনিংস শেষ করে ১৫২ রানে। প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে অলরাউন্ডার মানব সুতার ২২ ওভারে ৩৩ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় দফায় তাঁর সংগ্রহ ২৯ রানে ১ উইকেট। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর সাফল্য আছে মানবের। সেই অভিজ্ঞতাই তিনি টেস্টে কাজে লাগান। আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াশিংটন সুন্দর ৩৬ রানে ৪টি ও কুলদীপ যাদব ৩০ রানে ৩টি উইকেট নিয়েছেন। আফগানিস্তানের প্রথম ইনিংসে ৩৭ রানে ৩টি উইকেট নিয়েছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণ।

আফগানিস্তানের প্রথম ইনিংসে আব্দুল মালিক আগের দিনের ৪০ রানেই আউট হয়ে যান। এরপর আর কেউ মানবের বলের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। নিজের উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে উইকেট থেকে অনেকটা টার্ন আদায় করেছিলেন এই বাঁহাতি স্পিনার। আফগানদের দ্বিতীয় ইনিংসে একমাত্র রহমত শাহ কিছুটা লড়ে ৬০ রান করে যান। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান অধিনায়ক রহমত শাহর ২০। দলের ২৮ রানে আব্দুল মালিককে হারানোর পর থেকে আফগানিস্তান নিয়মিত উইকেট হারিয়েছে।

স্রেফ আড়াই দিনে এই টেস্ট জিতল ভারত। আর এটাই এযাবৎ ভারতের সবথেকে বড় টেস্ট জয়। ২০১৮-তে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংস ও ২৭২ রানে হারিয়েছিল ভারত। এতদিন সেটাই ছিল টেস্টে ভারতের সবথেকে বড় জয়। মুল্লানপুরে সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন শুভমন গিলরা। মুল্লানপুরের এই টেস্ট অবশ্য ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত ছিল না। তবে এই জয় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজে শুভমনদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

স্কোরবোর্ড

ভারত (প্রথম ইনিংস):
৮/৫৬৪ ডিক্লেয়ার

আফগানিস্তান (প্রথম ইনিংস):
(৫ উইকেটে ১১৩ রানের পর)

রহমত শাহ বোল্ড সুতার ৬০, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই বোল্ড প্রসিধ ০, শারাফুদ্দিন আসরাফ ক পন্থ বো সুতার ১১, নানগেলিয়া খেরোটে নট আউট ৪, মহম্মদ সেলিম এলবিডব্লু ব সুতার ০, জিয়াউর রহমান ক পন্থ ব ওয়াশিংটন ৬। অতিরিক্ত: ৩। মোট (৫৮.৪ ওভার অলআউট): ১৫২ রান। বোলিং: মহম্মদ সিরাজ ৯-২-২৯-০, প্রসিধ কৃষ্ণ ১১-২-৩৭-৩, মানব সুতার ২২-১০-৩৩-৬, কুলদীপ যাদব ১০-১-৩২-০, ওয়াশিংটন সুন্দর ৬.৪-১-২১-১।

আফগানিস্তান (দ্বিতীয় ইনিংস):

সিদিকুল্লাহ অটল ক প্রসিধ ব ওয়াশিংটন ৪২, আব্দুল মালিক এলবিডব্লু ব সিরাজ ৮, রহমনুল্লাহ গুরবাজ ক প্রসিধ ব কুলদীপ ২৪, রহমত শাহ ক সুতার ব ওয়াশিংটন ১৩, হাসমাতুল্লাহ শাহিদি ক গিল ব ওয়াশিংটন ৫, আফসার জাজাই এলবিডব্লু ব সুতার ৮, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ক কুলদীপ ব ওয়াশিংটন ৪, নানগেলিয়া খেরোটে ক সুতার ব কুলদীপ ৬, জিয়াউর রহমান নট আউট ০, মহম্মদ সেলিম ক সুদর্শন ব কুলদীপ ০, শারাফুদ্দিন আসরাফ (ব্যাট করেননি)। অতিরিক্ত: ২। মোট (৩৫.৫ ওভারে অলআউট): ১১২ রান। বোলিং: মানব সুতার ১০-২-২৯-১, প্রসিধ কৃষ্ণ ৩-০- ৬-০, কুলদীপ যাদব ৭.৫-১-৩০-৩, মহম্মদ সিরাজ ৪-১-১১-১, ওয়াশিংটন সুন্দর ১১-৪-৩৬-৪।

বৈভবে অশনিসংকেত দেখছেন গুরু গ্রেগ

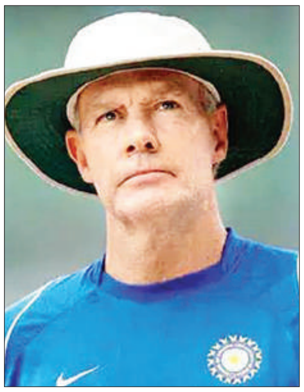

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং তাঁকে মুগ্ধ করেছে। পাশাপাশি গ্রেগ চ্যাপেল কিন্তু তরুণ তুর্কির উত্থানে অশনিসংকেত দেখছেন!

নিজের কলামে গ্রেগ লিখেছেন, ১৫ বছর বয়সে বৈভব সূর্যবংশী আইপিএলে শুধু ছাপই ফেলেনি, একেবারে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছে। ২৩৭.৩ স্ট্রাইক রেটে ৭৭৬ রান করে ও বিশ্বের সবচেয়ে ভাল বোলিং আক্রমণকেও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এক মরশুমে ৭২টা ছয় মেরে টপকে গিয়েছে ক্রিস গেলের নজিরকেও। সাধারণ ক্রিকেটীয় যুক্তিতে ওর পারফরম্যান্স বর্ণনাই করা যাবে না। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক আরও লিখেছেন, বৈভবকে নিয়ে একের পর এক হেডলাইন হচ্ছে। ওকে দেখেই আগামী প্রজন্ম ক্রিকেট খেলতে শিখবে। তখন তারা যদি দেখে, শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ বৃদ্ধি না হওয়া এক তরুণ বিশ্ব ক্রিকেটের মঞ্চে আসছে এবং বিশ্বের সেরা বোলারদের নির্মমভাবে পেটাচ্ছে, সেটা কিন্তু আসলে ক্রিকেটের অসুখের ছবি। বোলার প্রজাতিটাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিতে চলেছে আধুনিক ক্রিকেট। এটা কি টি-২০ ব্যাটিংয়ের বিবর্তন নাকি ব্যাটে-বলে দ্বৈরথটাই একেবারে মুছে যাওয়ার সূচনা?

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারালেন হরমনরা

বিশ্বকাপে চাপমুক্ত ক্রিকেটে চোখ

বাউন্ডারি হাঁকালেন মান্ধানা।

কার্ডিফ, ৮ জুন : আগামী ১২ জুন থেকে শুরু হচ্ছে মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপ। ১৪ জুন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ভারত। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর বিশ্বকাপে ভাল ফলের জন্য জোর দিচ্ছেন চাপমুক্ত ক্রিকেটে।

হরমনপ্রীতের বক্তব্য, গত বছর আমরা একদিনের বিশ্বকাপ জেতার পর থেকেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। প্রচুর মেয়ে এখন ক্রিকেট খেলতে উৎসাহী। আশা করি, টি-২০ বিশ্বকাপেও দেশকে গর্বিত করতে পারব। ভারত অধিনায়ক আরও যোগ করেছেন, বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে সাফল্য পাওয়ার জন্য চাপমুক্ত ক্রিকেট খেলতে হবে। মাঠে নেমে নিজেদের সহজাত খেলাটা খেলতে হবে। আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। এদিকে, সোমবার প্রস্তুতি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৬ রানে হারিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানারা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৯ রান তুলেছিল ভারত। ৪০ বলে অপরাজিত ৫৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ভারতী ফুলমণি। এছাড়া স্মৃতির ৩৯ এবং যস্তিকা ভাটিয়ার ৩৬ রান উল্লেখযোগ্য। ১৩ বলে ২৯ করেন শেফালি ভার্মা। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৩ রানেই আটকে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শ্রেয়াংকা পাতিল ৪টি ও রাধা যাদব ৩টি উইকেট নেন।

শ্রেয়স ভাল নেতাই হবে : বাহুতুলে

মুম্বই, ৮ জুন : শ্রেয়স আইয়ারের ভূয়সী প্রশংসা করে বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে বলেছেন, ওর মধ্যে ভাল নেতার সব গুণ রয়েছে। আর ও সব ম্যাচেই ভাল করতে চায়।

শনিবারই বিসিসিআই শ্রেয়সকে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে সাদা বলের সফরে নেতা ঘোষণা করেছে। তিলক ভার্মাকে করা হয়েছে সহ-অধিনায়ক। ২০২৪-এ টি ২০ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব দলে জায়গা পাননি। দূরদর্শনে এক অনুষ্ঠানে সদ্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের বোলিং কোচের দায়িত্ব পাওয়া প্রাক্তন লেগ স্পিনার বাহুতুলে বলেছেন, শ্রেয়স প্রতিটি ম্যাচেই যেন নিজেকে ছাপিয়ে যেতে চায়। সবসময় চেষ্টা করে যাতে দলের জয়ে যেন কিছু ভূমিকা রাখতে পারে। ও নিজের খেলাটা যেমন বোঝে, তেমনই অন্যদের খেলাটাও ধরতে পারে। শ্রেয়স সবাইকে নিজের মতো খেলার স্বাধীনতা দেয়। ওর শান্ত আচরণ দলের খেলার ধরন-ধারণ স্পষ্ট করে দেয়।

অনুষ্ঠানে বাহুতুলের পাশে ছিলেন আকাশ চোপড়া, ওয়াসিম জাফর, প্রভিন আমরেও। আকাশ বলেছেন, শ্রেয়স সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়। ও সবসময় একটা উদাহরণ খাড়া করতে চায়। টি ২০ ক্রিকেটে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। শ্রেয়স এই কাজে সিদ্ধহস্ত। আমরে বলেছেন তিনি শ্রেয়সের আত্মবিশ্বাসের বড় ভক্ত। শ্রেয়স মাঠে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেন না।

প্রাক্তন ওপেনার জাফর জানান, শ্রেয়স ট্যাকটিকালি ভীষণ সাউন্ড। সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হন না। তাঁর খেলায় স্কিলের অভাব নেই। যে কারণে শ্রেয়স খুব আত্মবিশ্বাসী ক্রিকেটার। অনেক সাহসীও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জানতাম না প্রজ্ঞানন্দ এত ভাল খেলে। নরওয়ে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন তরুণকে প্রশংসায় ভরালেন বিজয়

‘২২-এর ফাইনাল ভুলেও দেখি না

রোনাল্ডোর থেকে বেশি গোল করব : এমবাপে

নিউ জার্সি, ৮ জুন : ২০২৬ বিশ্বকাপে লিও মেসির থেকে বেশি গোল করবেন সিআর সেভেন। আর তিনি নিজে রোনাল্ডোর থেকেও বেশি গোল করবেন। জানালেন ফ্রান্সের অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি র‍্যাপিড ফায়ার অনুষ্ঠানে এমবাপেকে দুই কিংবদন্তির মধ্যে সেরাকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল। তাতে কিন্তু তিনি রোনাল্ডোকেই ‘গোট’ বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ গ্রেটেস্ট ফুটবলার। মেসি ২০২২-এ তাঁর স্বপ্ন ছুঁয়ে ফেলেছেন। জেতেন বিশ্বকাপ। কিন্তু ৪১ বছরের রোনাল্ডো অনেক ট্রফি জিতলেও বিশ্বকাপ কখনও হাতে তুলতে পারেননি।

র‍্যাপিড ফায়ার অনুষ্ঠানে এমবাপে অবশ্য একট ক্ষেত্রে তাঁর আইডল রোনাল্ডোর আগে নিজেকে রেখেছেন। জানান তিনি রোনাল্ডোর থেকেও বেশি গোল করবেন। হতেই পারে। বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা ১৩। এমবাপের ১২। আসন্ন বিশ্বকাপে কাদের দিকে তাঁর নিজের নজর রয়েছে সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন ফরাসি স্ট্রাইকার। তিনি নাম করেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, লামিন ইয়ামাল ও ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেনের।

২০২২ বিশ্বকাপ নিয়ে অনেক আবেগ রয়েছে এমবাপের। হ্যাটট্রিক সত্ত্বেও ২০১৮-তে জেতা কাপ সেবার তাঁরা ধরে রাখতে পারেননি। এমবাপে বলেছেন, তিনি কখনও সেই ফাইনাল আর দেখেন না। কারণ, দেখলে ভেতরের কষ্টটা জেগে উঠতে পারে। কাপের খিদে অনুভব করতে পারেন।

রোনাল্ডো ও মেসি ষষ্ঠবার বিশ্বকাপে অংশ নেবেন। বিশ্বকাপে দু’জনের গোল সংখ্যা যথাক্রমে ৮ ও ১৩। তবে রোনাল্ডো কখনও বিশ্বকাপ নক আউটে গোল পাননি। এই ব্যাপারটা তাঁকে তাড়া করতে পারে। এদিকে ফ্রান্স তাদের গ্রুপে সেনেগাল, ইরাক ও নরওয়ের সঙ্গে রয়েছে। এমবাপে বিশ্বকাপে ১২ গোল নিয়ে বসে আছেন। এর ফলে মিরোস্লাভ ক্লোজের ১৬ গোলের রেকর্ডের খুব কাছেই আছেন তিনি।

মেসি নয়, নিজের মতো হব : ইয়ামাল

ফিট হওয়ার চেষ্টায় ইয়ামাল।

চ্যাটানুগা, ৮ জুন : ‘লিওনেল মেসির মতো নয়, বরং নিজের মতো হতে চাই’——জীবনে প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার আগে নিজের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট করে দিলেন স্পেনের বিস্ময়-কিশোর লামিনে ইয়ামাল। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে ফিট হওয়ার পথে ১৮ বছরের স্প্যানিশ তারকা। কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে এদিন ফের বলেছেন, ১৫ জুন কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামস সম্পূর্ণ ফিট হয়ে যাবেন। তবে সোমবার পেরুর বিরুদ্ধে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে খেলবেন না ইয়ামাল। তিনি দলের সঙ্গে মেক্সিকোর পুয়েবলায় যাননি।

বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন প্রসঙ্গে ইয়ামাল বলেছেন, ছোটবেলা থেকে ফুটবল খেলতে খেলতেই বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার স্বপ্ন দেখেছি। যুব বিশ্বকাপ ধরলে এটি আমার তৃতীয় বিশ্বকাপ এবং আমি এর অংশ হতে পারছি ভেবে অবিশ্বাস্য অনুভূতি হচ্ছে। মেসির সঙ্গে নিজের তুলনা প্রসঙ্গে স্প্যানিশ তরুণ বলেন, আমি আগামীর মেসি হতে চাই না। নিজের মতো হতে চাই।

ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন এবং খেতাবের অন্যতম দাবিদার হিসেবে স্পেন বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাচ্ছে। তবে ইয়ামাল ফেভারিটের তকমাকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন। স্প্যানিশ তারকা বলেন, ফুটবল খেলাটা মাঠে হয়, কাগজে-কলমে নয়। গত ইউরো জয়ের আগে আমাদের খেতাবের দাবিদার হিসেবে ধরা হয়নি। অথচ শেষ পর্যন্ত আমরাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম।

গ্রুপ ‘এইচ’-এ স্পেনের সঙ্গে রয়েছে উরুগুয়ে, সৌদি আরব এবং প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া কেপ ভার্দে। ইয়ামাল বলেছেন, মূলপর্বে জায়গা করে নেওয়া প্রতিটি দলেরই যোগ্য সম্মানের দাবিদাহ। নিজেদের যোগ্যতায় তারা এখানে।

কোচের জন্য বিশ্বকাপ চান ডেম্বেলে

ম্যাসাচুসেটস, ৮ জুন : ফ্রান্সের কোচ হিসাবে এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। আগেই জানিয়ে দিয়েছেন দিদিয়ের দেশঁ। আর বিদায়বেলার উপহার হিসাবে আরও একটা বিশ্বকাপ উপহার দিতে মুখিয়ে রয়েছে ফরাসি শিবির। কিলিয়ান এমবাপেরা আপাতত ম্যাসাচুসেটসের ওয়াসথাম শহরে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে মগ্ন। দলের অন্যতম তারকা উসমান ডেম্বেলে মুখ খুলেছেন দেশঁকে নিয়ে। ফরাসি উইঙ্গারের বক্তব্য, আমরা সবাই জানি, কোচের এটাই শেষ টুর্নামেন্ট। ফরাসি ফুটবলে ওঁর অসাধারণ অবদান রয়েছে। ওঁকে ডাগআউটে পেয়ে আমরা সবাই গর্বিত। ডেম্বেলের সংযোজন, ওঁর কোচিংয়ে আমরা ইতিমধ্যেই একটা বিশ্বকাপ জিতেছি। গত বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠেছিলাম। কোচের চলে যাওয়ার ঘোষণা দলের কাছে মোটেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি। বরং আমরা সবাই মুখিয়ে রয়েছি, বিদায়বেলায় ওঁকে আরও একটি বিশ্বকাপ ট্রফি উপহার দেওয়ার জন্য। সেটাই হবে কোচকে দলের তরফে সেরা বিদায়ী উপহার।

২০১২ সালে লঁরা ব্লাঁ-র উত্তরাধিকারী হিসাবে ফরাসি দলের কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন দেশঁ। তাঁর কোচিংয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফ্রান্স। ২০২১ সালে জিতেছিল নেশনস লিগও। এছাড়া ২০১৬ ইউরো এবং ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালে দলকে তুলেছিলেন দেশঁ। ২০২৪ ইউরোর সেমিফাইনালেও উঠেছিল ফ্রান্স। ১৪ বছরের কোচিং কেরিয়ারে ফরাসি ফুটবলকে অন্য এক উচ্চতায় তুলে নিয়ে এসেছেন দেশঁ। ডেম্বেলে বলছেন, আমার কেরিয়ারেও দেশঁর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। দলের প্রতিটি ফুটবলারের উপর ওঁর অগাধ আস্থা। এদিকে, দিনকয়েক আগে আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে ম্যাচের জন্য একটি বেটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে পাঁচ ফুটবলারের ছবি ব্যবহার করে ফ্রান্সের ফুটবল সংস্থা। সেখানে এমবাপে ছাড়াও ছিল রায়ান চেরকি, মাইকেল ওলিসে, ডেম্বেলে এবং দেজিরে দুয়ের ছবি। যদিও ফুটবলারদের দাবি, তাঁদের সম্পূর্ণ তথ্য জানানো হয়নি ফটোশুটের সময়। শেষ পর্যন্ত ওই বেটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে নিজেদের ছবি দেখে চটেছেন তাঁরা।

জেরেভকে অভিনন্দন বার্তা নাদাল-শচীনের

ট্রফি হাতে জেরেভ।

প্যারিস, ৮ জুন : অবশেষে কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতেছেন আলেকজান্ডার জেরেভ। রবিবার ফাইনালে ইতালির ফ্ল্যাভিও কোবোল্লিকে হারিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ২৯ বছর বয়সী জার্মান তারকা। এর আগে তিন-তিনটে গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠেও রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল জেরেভকে।

আর এই সাফল্যের জন্য জেরেভকে অভিনন্দন জানিয়েছেন দুই কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ রাফায়েল নাদাল এবং শচীন তেন্ডুলকর। রেকর্ড ১৪ বারের ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন নাদাল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, রোলাঁ গারো জয়ের জন্য অভিনন্দন, আলেকজান্ডার জেরেভ। এত দিনের কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের পর এই সাফল্য পুরোপুরি তোমার প্রাপ্য। অনেক দিন ধরে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের জন্য লড়াই করছ। তুমি এই ট্রফিটার যোগ্য। ফ্ল্যাভিও কোবোল্লিকেও অভিনন্দন। দারুণ একটা টুর্নামেন্ট খেলেছে।

অন্যদিকে, শচীন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন, কখনও কখনও খেলোয়াড়রা যা দিয়ে যায়, টেনিস তার প্রতিদান দিতে অনেক সময় নেয়। আজ রোলাঁ গারোয় আলেকজান্ডার জেরেভকে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে দেখে ভাল লাগছে। আমি সব সময়ই মনে করতাম, তুমি বিশেষ প্রতিভাবান। কোবোল্লিকেও কৃতিত্ব দিতে হবে। দু’জনই সবটা উজাড় করে দিয়েছে।

আইএসএল চালাবে ক্লাব জোট! চুক্তি দ্রুত

প্রতিবেদন : নতুন মরশুমে আর সংক্ষিপ্ত লিগ নয়, সাত মাসের পূর্ণাঙ্গ আইএসএলেই সিলমোহর পড়তে চলেছে। ফেডারেশনকে সঙ্গে নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজন করবে ক্লাবগুলিই। সোমবার দিল্লির সাইয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর সঙ্গে বৈঠকে ক্লাব জোটের প্রস্তাব মেনে নিতে একপ্রকার বাধ্যই হল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ক্রীড়ামন্ত্রীও বলে দিলেন, সেপ্টেম্বরে নির্দিষ্ট সময়েই শুরু করতে হবে আইএসএল। আপাতত আগামী দু’বছরের জন্য লিগ চালাতে এবং বাণিজ্যিক পরিকল্পনা করতে একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। সেখানে ক্লাব ও ফেডারেশনের প্রতিনিধি থাকবেন। সেই কমিটিই আইএসএল পরিচালনার জন্য যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে।

প্রাক্তন এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট প্রফুল প্যাটেল এদিনের বৈঠকে ক্লাবগুলির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ঠিক হয়, চার বছরের জন্য আপাতত আইএসএল আয়োজনের দায়িত্বে থাকবে ক্লাবগুলি। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে ফেডারেশনের সঙ্গে ক্লাবগুলির চুক্তি হবে। ক্লাবগুলি আইএসএল আয়োজনের দায়িত্ব নিজেদের হাতে রাখার বিনিময়ে ফেডারেশনকে প্রতি বছর ১৫.৪ কোটি টাকা দেবে। সেক্ষেত্রে ১৪টি ক্লাবের প্রত্যেকে দেবে ১.১ কোটি টাকা। তবে টাকার অঙ্ক বাড়তেও পারে। ক্রীড়ামন্ত্রী এবং ফেডারেশন কর্তাদের প্রফুল বুঝিয়ে দেন, কেন ক্লাবদের হাতে আইএসএলের পরিচালনভার থাকা উচিত। ক্লাবগুলি নিজেরাই বাণিজ্যিক সঙ্গী বা কমার্শিয়াল পার্টনার এনে লিগ চালাবে। সম্প্রচার সংস্থা ঠিক করবেন প্রফুল স্বয়ং।

বৈঠকে এদিন সদ্য আইএসএলে উত্তীর্ণ ডায়মন্ড হারবার এফসি-র প্রতিনিধিও ছিলেন। তবে মহামেডানকে নাকি ডাকা হয়নি। তাহলে কি আইএসএলে অবনমনই হল মহামেডানের? ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার স্যালারি ক্যাপ কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং ম্যাচে ৪৫ মিনিট শুধু ভারতীয় ফুটবলার খেলানোর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব কেউ মানেনি।

১৬
৯ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

9 June, 2026 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমরাই বিশ্বকাপ জয়ের প্রবল দাবিদার, হুঙ্কার আর্জেন্টিনা স্ট্রাইকার লাওতারো মার্টিনেজের

কেনদের পৌঁছনোর আগে বেস ক্যাম্পের কাছে গুলি

ভুলে ভরা ফুটবলে বিরক্ত টুহেল

টাম্পা, ৮ জুন : দরজায় কড়া নাড়ছে বিশ্বকাপ, কিন্তু দলের খেলায় খুশি নন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুহেল। প্রস্তুতি ম্যাচে হ্যারি কেনের গোলে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছেন। কিন্তু টুহেল বলছেন, না, আমি সুপার হ্যাপি নই। প্রথমার্ধের থেকে দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ভাল খেলেছি। তখন আমাদের খেলায় গতি বেড়েছে। ছেলেরা অফ দ্যা বল ভাল দৌড়েছে। প্রথমার্ধে ওরা জায়গা হারিয়ে ফ্রিস্টাইল ফুটবল খেলেছে।

ইংল্যান্ড কোচ যোগ করেন, এতে আমাদের খেলা স্লো হয়েছিল। আমরা জায়গা হারিয়ে ফেলায় চাপ দিতে পারিনি। কিন্তু আক্রমণ শানানোরই পরিকল্পনা ছিল। টুহেল প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে ট্যাকটিক্যাল পরামর্শ কানে না তোলার অভিযোগ করেছেন। তাঁর কথায়, বড্ড ছোট জায়গার মধ্যে খেলেছি। এতে ছেলেদের জায়গা বদলাতে সময় লেগেছে। প্রচুর ক্রস হয়েছে। লং রেঞ্জার হয়েছে। আমরা এভাবে খেলি না।

কানসাস সিটির এই অংশেই ভোরে গুলি চলেছিল। জায়গাটি ইংল্যান্ডের বেস ক্যাম্প থেকে চার মাইল দূরে।

তিনি সরাসরি বলেন, প্রচুর লং বল খেলা হয়েছে। প্রচুর লং পাস হয়েছে। গত চার দিনের প্র্যাকটিসে এসব হয়নি। ১৭ জুন করে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে ইংল্যান্ড। এরপর তারা খেলবে ঘানা ও পানামার বিরুদ্ধে।

ইংল্যান্ড দল কানসাস সিটিতে পা দেওয়ার আগে সেখানে গোলাগুলিতে ন'জন আহত হয়েছেন। যা চিন্তায় ফেলেছে বিশ্বকাপ সংগঠকদের। তবে তাদের বক্তব্য হল, ঘটনা ঘটেছে ইংল্যান্ড যেখানে বেস ক্যাম্প করবে তার থেকে অনেক দূরে। ৪.৮ কিমি দূরে। আর এরসঙ্গে বিশ্বকাপের কোনও সম্পর্ক নেই। কারও চোট তেমন গুরুতর নয়। ইংল্যান্ড এখানে সোপ সকার ভিলেজে প্রস্তুতি সারবে বলে ঠিক আছে।

শিবিরে এদেরসন, বার্তা ওয়েসলিকে

ব্রাজিলের পরিকল্পনায় প্ল্যান 'বি'

নিউ জার্সি, ৮ জুন : বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ২৬ জনের স্কোয়াডে কোনও পরিবর্তন করতে হবে, এটা আশা করেননি ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। কিন্তু চোট-আঘাতকে ঠেকানো যে সম্ভব নয়, সেটাই হল। মিশরের বিরুদ্ধে চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন রাইট ব্যাক ওয়েসলি। রবিবার ম্যাচের দিনই তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট আসার পরই দ্রুত পরিবর্ত ঠিক করেও ফেলেন ব্রাজিল কোচ। ২২ বছরের ফুটবলারের স্ক্যান রিপোর্টে গুরুতর চোট ধরা পড়েছে। আটলান্টার মিডফিল্ডার এদেরসনকে ডেকে নেন আনচেলোত্তি।

বিশ্বকাপের প্রাথমিক স্কোয়াডে থাকলেও চূড়ান্ত দলে ছিলেন না। এদেরসন কাম্পো গ্রান্দেতে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। সঙ্গে পাসপোর্টও ছিল না। বন্ধুদের সহায়তায় রিও ডি জেনেইরো থেকে তাঁর পাসপোর্ট দ্রুত সাও পাওলোতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এদেরসন সাও পাওলোর উদ্দেশে রওনা দেন। সেখান থেকে আমেরিকার উড়ান ধরেন। ভারতীয় সময় বিকেলের দিকে নিউ জার্সিতে ব্রাজিল শিবিরে যোগ দেওয়ার পর রাতেই জাতীয় দলের হয়ে প্রথম অনুশীলনে অংশ নেওয়ার কথা এদেরসনের। বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়ার পর ইন্সটাগ্রামে এদেরসন লিখেছেন, ঈশ্বরের পরিকল্পনা সব সময় আমার পরিকল্পনার চেয়ে বড়। ফের বিশ্বের সেরা জাতীয় দলের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত এবং সম্মানিত। ওয়েসলি, আমরা সব সময় তোমার পাশে আছি। চলুন, আমরা সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যাই।

এদিকে, নেইমারের চোটের নতুন এমআরআই-এর রিপোর্ট সোমবার আসার কথা। রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে এদিনই দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে পারেন সেলেকাও তারকা।

মেসি ফিট হলেও আর্জেন্টিনা কোচের চিন্তা তবু থেকেই গেল

সতীর্থদের সঙ্গে প্র্যাকটিসে মেসি। বিশ্বকাপের আগে এই ছবি স্বস্তি দিচ্ছে ভক্তদের।

কানসাস সিটি, ৮ জুন : পুরো ফিট নন বলে হন্ডুরাস ম্যাচে মাঠে নামেননি। তবে বুধবার আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে কিছুক্ষণের জন্য হলেও লিওনেল মেসির খেলার সম্ভাবনা বাড়ছে। একা মেসি নন। আরেক আর্জেন্টাইন তারকা নিকোলাস গঞ্জালেসও ফিট হয়ে উঠেছেন। দু'জনেই সতীর্থদের সঙ্গে পুরোদমে প্র্যাকটিসও করেছেন।

বাড়তি সুখবর, ফিটনেস সমস্যায় থাকা আরেক ফুটবলার নিকো পাজ ফিট হয়ে উঠেছেন। তারকা স্ট্রাইকার জুলিয়ান আলভারেজ ও গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজেও বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগেই সম্পূর্ণ ফিট হয়ে যাবেন।

যদিও উদ্বেগ পুরোপুরি কাটছে না। চোট পেয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ডিফেন্ডার লিওনার্দো বালের্দি। আর্জেন্টিনার আরও তিন ফুটবলার— লিয়েন্দ্রো পারাদেস, নাহুয়েল মোলিনা ও গঞ্জালো মন্তিয়েলের চোট চাপে রাখছে কোচ লিওনেল স্কালোনিকে।

দুই ডিফেন্ডার মোলিনা ও মন্তিয়েলের পেশির চোট বেশ গুরুতর। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাই শিবিরে আগুস্তিন গিয়াই ও নিকোলাস কাপালদোকে ডেকে নিয়েছেন স্কালোনি। যাতে শেষ পর্যন্ত যদি দুই ডিফেন্ডার ছিটকে যান, তাহলে বিকল্প হবেন পরের দু'জন। অন্যদিকে, বোকা জুনিয়র্সের মিডফিল্ডার পারাদেসের পায়ের পেশি ছিঁড়ে গিয়েছে। তিনি এখনও ঠিকঠাক প্র্যাকটিসই শুরু করতে পারেননি। রিহ্যাব করে চলেছেন।

চিন্তিত স্কালোনি তাই বলছেন, আমাদের অনেক ফুটবলার এখনও ১০০ শতাংশ ফিট নয়। বিশ্বকাপের আগে আমাদের হাতে আরও একটি ম্যাচ আছে। এরপর আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাব। একজন খেলোয়াড়ের পরিস্থিতি আমাদের আরও কয়েকজনের অবস্থা মূল্যায়ন করতে বাধ্য করছে। অন্যদের শারীরিক অবস্থা না দেখে আগামী বুধবারের আগে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নেব না।

১৬ জুন আলজিরিয়া ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। স্কালোনির সামনে আর্জেন্টিনাকে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা করা চ্যালেঞ্জ। যদিও টুর্নামেন্ট শুরুর আগে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের চোট চিন্তায় রাখছে আর্জেন্টিনা কোচকে।

পেসমেকারই এ-যাত্রায় বাঁচাল এরিকসেনকে

ওডেন্সে, ৮ জুন : ফুটবলপ্রেমীদের জন্য ভাল খবর। ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। যে হাসপাতালে তিনি ভর্তি আছেন, সেখানকার চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ড্যানিশ ফুটবলার চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন এবং আগের থেকে অনেকটাই ভাল আছেন। ডেনমার্ক জাতীয় দলের চিকিৎসক মর্টেন বোসেন জানিয়েছেন, ঠিক কী কারণে এমনটা ঘটল, তা নিশ্চিত হতে আরও কিছু পরীক্ষা করা দরকার। আমরা চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। এরিকসেন ভাল আছে। কথাও বলছে। পেসমেকারের জন্যই ও বেঁচে গিয়েছে।

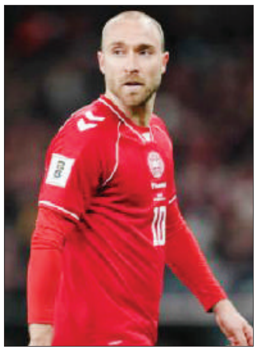

ঘটনার আগে এরিকসেন

প্রশ্ন উঠছে, এরিকসেনের পক্ষে কি আসন্ন বিশ্বকাপে খেলা সম্ভব? ডেনমার্ক ফুটবল ফেডারেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এরিকসেন অনেকটাই সুস্থ। ও সতীর্থদের আশ্বস্ত করেছে যে, দ্রুত মাঠে ফিরবে। প্রসঙ্গত, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্কের প্রীতি ম্যাচের ৬৫ মিনিটে হঠাৎই মাঠে লুটিয়ে পড়েছিলেন এরিকসেন। মুহূর্তের মধ্যেই স্টেডিয়ামে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত মাঠে ঢুকে তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন মেডিক্যাল টিম। পরিস্থিতির বুঝে ম্যাচটি সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করা হয়। পরে অবশ্য হেঁটেই মাঠ ছেড়েছিলেন তারকা ফুটবলার। এর আগে ২০২১ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেও ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এরিকসেন। পাঁচ বছর আগের ওই ঘটনার পর এরিকসেনের বুকে পেসমেকার বসানো হয়েছিল।